তাওহীদের ডাক

৬৫তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩
www.tawheederdak.com

- হারামে জর্জরিত জীবন
- কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন
- অনুবাদ গল্প : আল্লাহ্‌র নিকট তওবা
- সমকালীন মনীষী : মুহাম্মাদ আলী ফারকুস (আলজেরিয়া)
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা বেলাল হোসাইন (পাবনা)

দারুল হাদীছ এডুকেশন সিটি

(একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি নগরী)

مدينة دار الحديث العلمية والتربوية

■ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ■ তাবলীগী ইজতেমা ময়দান

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহুমুখী 'মেগা প্রকল্প'টিতে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার লক্ষ্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবলীগী ইজতেমা ময়দান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াতীমখানা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন একটি আদর্শ ইসলামী নগরী গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে নিম্নোক্ত স্তর সমূহের যেকোন স্তরে দাতা সদস্য হয়ে উক্ত মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত দাতাগণকে 'দাতাসদস্য সনদ' প্রদান করা হবে।

স্থায়ী দাতা সদস্য

স্তর	নাম	টাকার পরিমাণ
১ম	আজীবন দাতা সদস্য	২৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি বা তদূর্ধ্ব
২য়	বিশেষ দাতা সদস্য	৫ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব
৩য়	সাধারণ দাতা সদস্য	১ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব

মাসিক/নিয়মিত দাতা সদস্য

স্তর	টাকা পরিমাণ	স্তর	টাকার পরিমাণ
১ম	২৫০০০/= বা তদূর্ধ্ব	৬ষ্ঠ	৪০০০/=
২য়	২০০০০/=	৭ম	৩০০০/=
৩য়	১৫০০০/=	৮ম	২০০০/=
৪র্থ	১০০০০/=	৯ম	১০০০/=
৫ম	৫০০০/=	১০ম	৫০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭৬।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

বি. দ্র. ইতিপূর্বে প্রচারিত **'প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ'**টি এখন থেকে **'মারকাযী জামে মসজিদ'** নামে পরিচিত হবে।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৬৫ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় : অবরুদ্ধ পৃথিবীর আর্তনাদ! ২
কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
কৃপণতা ৩
তাবলীগ
মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি (শেষ কিস্তি) ৫
আব্দুর রহীম
তারবিয়াত
আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ (শেষ কিস্তি) ৭
আসাদ বিন আব্দুল আযীয
পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে
মহাকবি ইকবালের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১০
মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী
সাক্ষাৎকার : মাওলানা বেলাল হোসাইন (পাবনা) ১৩
ধর্ম ও সমাজ
কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন (১ম কিস্তি) ১৬
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সমকালীন মনীষী
মুহাম্মাদ আলী ফারকুস ১৯
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
প্রবন্ধ
জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ২১
আশরাফুল ইসলাম
শিক্ষাঙ্গন
হিজরী ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা ২৫
নাজমুন নাঈম
চিন্তাধারা
হারামে জর্জরিত জীবন ২৬
সারোয়ার মেছবাহ
পরশ পাথর
আলিয়া উম্মে রাইয়ানের ইসলাম গ্রহণ ২৯
অনুবাদ গল্প : উটের মহানুভবতা ৩১
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
অনুবাদ গল্প : আল্লাহর নিকট তওবা ৩৩
মূল : মুহসিন জব্বার, **অনুবাদ :** নাজমুন নাঈম
জানার আছে অনেক কিছু
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার
২০২৪ পরিচিতি ৩৪
জীবনের বাঁকে বাঁকে
মানবতার এপিঠ-ওপিঠ ৩৬
সংগঠন সংবাদ ৩৮
সাধারণ জ্ঞান ৪০

সম্পাদকীয়

অবরুদ্ধ পৃথিবীর আর্তনাদ!

ফিলিস্তীন! এক অবরুদ্ধ জনপদের নাম। এক বক্ষবিদারী শকুনের কুটিল নখরে আটকে থাকা রক্তমুখর মাংসপিণ্ডের দলা। নিকষ আঁধারে ভয়ংকর বজ্রনিনাদের বিচ্ছুরণ। অব্যাহত বেজে চলা মৃত্যুর সাইরেন। হাযারো স্বজনহারার বেদনাগাঁথা। মাত্র ৪৫ বর্গ কি.মি. আয়তনের শহর। ২৩ লাখ জনগণের ঘনবসতি। তিনদিকে ইসরাঈলী অবরোধ। একদিকে সাগর। একদিকে মিসরের সাথে ১২ কিলোমিটারের সীমান্ত আছে বটে; তবে সেটা কেবল মানুষ পারাপারের জন্য। পণ্যদ্রব্য ঢোকার অনুমতি হয় ইসরাঈলের মধ্য দিয়েই। গত ৭ই অক্টোবর ২০২৩ ভোরে ইসরাঈলের অভ্যন্তরে ফিলিস্তীনী মুক্তিকামী যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার পর ইসরাঈল বন্ধ করে দিয়েছে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস, খাদ্যদ্রব্য পারাপারের সমস্ত ব্যবস্থাপনা। অবরুদ্ধ গাযা এখন পুরোপুরি অবরুদ্ধ। প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শহর। রাতের আঁধারে বোমার অগ্নি-ফুলকিই একমাত্র আলোর উৎস। ২৫ লাখ মানুষ সেখানে ক্ষুৎপিপাসায় গুণছে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম ফিলিস্তীনের মুসলমানদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। কেড়ে নিয়েছে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা, ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান মাসজিদুল আক্বছার প্রবেশাধিকার। ইহুদী দখলদারিত্বের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই দীর্ঘ পরাধীনতার কালে প্রতিটি মুহূর্ত ফিলিস্তীনী মুসলমানদের জন্য ছিল আতংকের। নিজ ভুমে উদ্বাস্তু হয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিবার। শরণার্থী শিবিরই হয়েছে তাদের স্থায়ী আবাস। জাতিসংঘের দেয়া রেশনই তাদের জীবনধারণের উপকরণ। এই দফায় ইসরাঈল প্রস্তুতি নিচ্ছে গাযায় স্থল হামলার। ফিলিস্তীনকে এথনিক ক্লিনজিং-এর মাধ্যমে জনশূন্য উপত্যাকায় পরিণত করার ভয়ংকর পরিকল্পনা নিয়ে তারা এখন এগিয়ে আসছে নৃশংস শ্বাপদের মত।

আমার ঘনিষ্ট ফিলিস্তীনী বন্ধু ড. হাসান বাযাযো গাযার পরিস্থিতি নিয়ে হালনাগাদ সংবাদ জানাচ্ছিল ইসরাঈলী হামলা শুরুর পর থেকে। গত রাত থেকে সে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। জানি না কি অবস্থায় আছে। সর্বশেষ বার্তায় সে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছিল, 'আমরা যে অবস্থায় আছি, মানুষ তা চিন্তাও করতে পারবে না। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই, ইন্টারনেট নেই। গাযার প্রত্যেক অধিবাসী এখন বিপর্যস্ত। মৃত্যু তাদেরকে যে কোন সময় গ্রাস করবে। অথচ গোটা বিশ্ব নিশ্চুপ। কেউ তাদের সাহায্য করার নেই। কেউ এই গণহত্যা বন্ধে এগিয়ে আসেনি। পশ্চিমারা ইসরাঈলের পাশে সবকিছু নিয়ে দাঁড়ালেও মুসলিম দেশগুলো ফিলিস্তীনের পাশে নেই। ওআইসিরও কোন ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। তাই তার মতে- هذا لم يحدث في أي مكان في العالم، ولم يشهده أي صراع بشري من قبل..!! গোটা বিশ্বের আর কোথায় এমন ঘটনা আর ঘটেনি; সম্ভবতঃ মানবেতিহাসেও এমন ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে না'।

ইসরাঈলের অব্যাহত নিষ্পেষণ চলমান থাকা সত্ত্বেও মিডিয়া যথারীতি ইসরাঈলের পক্ষেই। ফিলিস্তীনী স্বাধীনতাকামীদের এখনও বলা হচ্ছে জঙ্গী! অথচ শত অপরাধ করেও ইসরাঈলীরা পার পেয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। মিথ্যার সুকৌশল বুননে আর গোয়েবলসীয় তত্ত্বের স্বার্থক প্রয়োগে নিজেদের অপকর্মের বৈধতা দেয়ার জন্য তারা তৈরী করে হাযারো বিভ্রান্তিকর ভাষ্য। যে পশ্চিমা বিশ্ব হলোকাস্ট ঘটিয়ে লক্ষ ইহুদী হত্যা করেছিল, তারাই এখন মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য নিষ্ঠুর স্বার্থবাদী রাজনীতিকে সামনে রেখে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু সেজে বসেছে।

ফলে পিঠ ঠেকে যাওয়া ফিলিস্তীনীদের এখন আর কোন পথ নেই। এতবছরেও ফিলিস্তীনী সমস্যার কোন রাজনৈতিক সমাধান না হওয়ায় তাদের সামনে একটাই পথ- হয় প্রতিরোধ, নয় শাহাদাত। সম্প্রতি নেতানিয়াহু জাতিসংঘে গিয়ে নতুন ইসরাঈল রাষ্ট্রের যে মানচিত্র উপস্থাপন করেছে, তাতে গাযার কোন উল্লেখই ছিল না। অন্যদিকে আরবদেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিজের মত ইসরাঈলী ভুখণ্ড সাজানোর পরিকল্পনাও তাদের চলমান ছিল। এতে সবার মৌন সমর্থনও তারা আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু সবাই বিস্মৃত হলেও ফিলিস্তীনীদের আত্মবিস্মৃতির সুযোগ ছিল না। নিজেদের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে, আল-আক্বছার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তাই তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না। পাল্টা আক্রমণকালে তারা জানত এতে ইসরাঈলীদের ক্ষয়ক্ষতি যা হবে, তার চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর প্রতিশোধের শিকার হ'তে হবে তাদের। তবুও পরিণতির ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের ছিল না। যে জনপদের প্রতিটি বাড়ি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, সে জনপদের মানুষের বুকে জ্বলা তুষের আগুণের মর্ম আর কেউ না বুঝলে তারা তো বোঝে। সেই মর্মজ্বালাই তাদেরকে এই মরিয়া আক্রমণে বাধ্য করেছে। কবি মাহমূদ দারবীশের কথায়- 'দুনিয়া ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকে/ ধরীত্রী ঠেসে ধরছে একেবারে শেষ কোনাটায়../ শেষ প্রান্তে ঠেকে গেলে যাবটা কোথায়?/ শেষ আসমানে ঠেকে গেলে পাখিগুলো উড়বে কোথায়?'

এই অসম যুদ্ধের ফলাফল আমাদের অজানা নয়। বিশ্বরাজনীতির কঠিন মারপ্যাচে এবং মুসলিম বিশ্বের যথারীতি নিশ্চুপ ভূমিকায় এই হামলার চূড়ান্ত পরিণতি যে খুবই ভয়ংকর হবে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ এই আক্রমণকে উপলক্ষ্য করে গাযার অধিবাসীদেরকে বিতাড়িত করা এবং রাফার শরণার্থী শিবিরে বন্দী রাখা এবং সেই সাথে সম্পূর্ণ ফিলিস্তীনকে নিজেদের অধিকারে নেয়ার সহজ সুযোগ গ্রহণ করবে ইসরাঈল। আল-আক্বছা, আল-কুদসকে চিরতরে মুসলমানদের হাতছাড়া করতে তাদের বদ্ধপরিকর সংকল্প এখন বাস্তব রূপ নিবে।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করি আল্লাহ যেন ফিলিস্তীনের মুসলিম ভাইদেরকে এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করেন। কেউ না থাকলেও তাদের জন্য আল্লাহ রয়েছেন, এটাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ইসরাঈলের বিশাল সামরিক শক্তির বিপরীতে ফিলিস্তীনীরা শক্তিতে যত ক্ষুদ্রই হোক আল্লাহ্র রহমতের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর কিছু নয়। সুতরাং আমরা তাঁরই রহমত কামনা করি। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের দায়িত্বশীলবর্গের জন্য দো'আ করি, তারা যেন নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা চেয়ে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। ন্যায় ও ইনছাফের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। কেননা আল-আক্বছা কেবল ফিলিস্তীনের নয়, সমগ্র মুসলমানদের। ফিলিস্তীনের পরাজয় অর্থ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পরাজয়। কোন মুসলিমের সর্বশেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তারা তাদের এই রক্তের অধিকার ছাড়তে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফিলিস্তীনকে রক্ষা করুন। ফিলিস্তীনের মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করুন। সারাবিশ্বের মুসলমানকে ফিলিস্তীনের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

কৃপণতা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا-

(১) ‘যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা সম্পদ দিয়েছেন, তা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা অকৃতজ্ঞদের জন্য হীনকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি’ *(নিসা ৪/৩৭)*।

٢- هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ-

(২) ‘দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমাদের মধ্যে অনেকে কৃপণতা করছে। বস্তুতঃ যারা কৃপণতা করে, তারা তো নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবী। এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

٣- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(৩) ‘আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব সম্পদে তারা কার্পণ্য করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীবদ্ধ করা হবে’ *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

٤- وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى- وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى-

(৪) ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়। ‘এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। ‘অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব’। ‘তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে’ *(লায়ল ৯২/৮-১১)*।

٥- وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(৫) ‘যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ’তে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/৯)*।

٦- وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا-

(৬) ‘আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কৃপণতা করেনা। বরং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

হাদীছের বাণী :

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন’।[১]

٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ-

(৮) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘এই জাতির প্রথম কল্যাণ রয়েছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও (তাকদীরের প্রতি) দৃঢ়বিশ্বাসী থাকার মধ্যে। আর এই জাতির পরবর্তীদের ধ্বংস রয়েছে কৃপণতা ও অধিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে’।[২]

٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا-

(৯) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা কৃপণতা হ’তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। এ বস্তু তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, তখন সে তা করেছে। তাদের কার্পণ্য করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে’।[৩]

١٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: .... وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

১. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০।
২. তাবারাণী হা/৭৬৫০; ছহীহাহ হা/৩৪২৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩২১৫।
৩. আবুদাঊদ হা/১৬৯৮।

قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ-

(১০) জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে রক্তপাত এবং হারাম কাজকে হালাল করার দিকে'।[৪]

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত যাদের পরিধানের দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়। এমনকি তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না' (وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ)[৫]

١٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ-

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হ'তে পারে না। আর কোন বান্দার অন্তরে আল্লাহ্র রাস্তার ধুলা ও দোযখের ধোঁয়া একত্রিত হবে না'।[৬]

١٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ-

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সময় নিকটতর হ'তে থাকবে, আর আমল কমে যাবে, কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, ফিৎনার বিকাশ ঘটবে, হারজের (হত্যা) আধিক্য হবে'[৭]

١٤- عَنِ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتٍ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

(১৪) মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরূহ করেছেন'।[৮]

١٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ-

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির চরিত্রে কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা রয়েছে সে খুবই নিকৃষ্ট'।[৯]

(১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল কোন ছাদাক্বার ছওয়াব বেশী? তিনি বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় ছাদাক্বাহ করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। ছাদাক্বা করতে এ পর্যন্ত বিলম্ব করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে'।[১০]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, লোভ ও কৃপণতা সকল নিন্দা ও নীচতার মূল কারণ। কেননা কৃপণতা মানুষকে বান্দার হক আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং সম্পর্কছেদ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রতি উৎসাহিত করে'।[১১]

২. ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয (রহঃ) বলেন, 'দানশীল ব্যক্তিরা পাপী হ'লেও মানুষের হৃদয়ে তাদের জন্য ভালোবাসা জাগরুক থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তিরা সৎকর্মশীল হ'লেও মানুষের হৃদয়ে তাদের জন্য ঘৃণা বৈ অন্য কিছুই থাকে না'।[১২]

৩. কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, কৃপণ ব্যক্তি তার কৃপণতার কারণে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৩]

সারবস্তু :

১. কৃপণতা হ'ল অকৃতজ্ঞতা, কেননা তা আল্লাহর নেআমতকে অস্বীকার করার শামিল। ২. কৃপণতা এমন মারাত্মক রোগ যা মানুষকে সফল করে না; বরং ধ্বংস ডেকে আনে। ৩. কৃপণতার কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং কৃপণকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকলকেই কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

৪. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।
৫. বুখারী হা/১৪৪৩, ২৯১৭; মুসলিম হা/১০২১; নাসাঈ হা/২৫৪৭।
৬. আহমাদ হা/৯৬৯১; নাসাঈ হা/৩১১১; মিশকাত হা/৩৮২৮।
৭. বুখারী হা/৭০৬১; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৩৮৯।
৮. বুখারী হা/১৪৭৭, ৫৯৭৫; মুসলিম হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৪৯১৫।
৯. আবু দাউদ হা/২৫১১।
১০. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।
১১. আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ্দুনয়া, পৃ. ২২৪।
১২. এহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/২৫৬।
১৩. নববী, শরহ মুসলিম ১৬/১৩৪।

মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি

-আব্দুর রহীম

(শেষ কিস্তি)

৫. আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা : আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, ক্ষমাকারী ইত্যাদি। তার প্রতি সুধারণা পোষণ করা যে, তিনি অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং সৎ আমলের পুরস্কার দিবেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، يَقُولُ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ– জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, 'আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে'।[১]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْجُو اللهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন মরণাপন্ন যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, কেমন লাগছে তোমাকে? যুবকটি বলল, আল্লাহ্র কসম; হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্র (রহমতের) আশাধারী। তবে কৃত পাপের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, এহেন অবস্থায় যে বান্দারই হৃদয়ে আল্লাহ্র রহমতের আশা ও আযাবের ভয় পাশাপাশি থাকে, সে বান্দাকেই আল্লাহ তার আকাঙ্খিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর যা সে ভয় করে তা হ'তে তাকে নিরাপত্তা দান করেন'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহ'লে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহ'লে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফেরেশতাদের) সভায় স্মরণ করি'।[৪]

৬. সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করা : ফরয ইবাদতগুলো সম্পাদন করার পাশাপাশি নফল ইবাদতগুলো পালনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ– 'আর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ করে। কাজেই তোমরা সৎকর্ম সমূহের দিকে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। তিনি আরো বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ– 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ– 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে ঐসব লোকের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের

১. মুসলিম হা/২৮৭৭; মিশকাত হা/১৬০৫।
২. তিরমিযী হা/৯৮৩; মিশকাত হা/১৬১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৮৩।
৩. মুসলিম হা/২৬৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৫২।
৪. বুখারী হা/৭৪০৫; মিশকাত হা/২২৬৪।

উপর। যেটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি এটা দান করেন, যাকে তিনি চান' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*। ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফগণ কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করতেন।

হাদীছে এসেছে, উমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনদিন আবু বকরকে হারাতে পারি, তাহ'লে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, (এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কী রেখে এলে? উত্তরে আমি বললাম, অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি। আর এদিকে আবু বকর তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাকে আল্লাহ্‌র নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কী রেখে এলে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি! তখনই মনে মনে বললাম যে, আবু বকরের কাছে কোন প্রতিযোগিতাতেই আমি জিততে পারব না'।[৫]

৭. জ্ঞান অর্জনকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করা : আল্লাহ এবং তার রাসূলের পরিচয় জানা, তাদের আদেশ-নিষেধ জেনে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করে'।[৬] জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে অবস্থানকারীদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। তারা তো পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকের সামান্য কিছু বিষয় অবগত। কিন্তু পরকাল বিষয়ে তারা উদাসীন' *(রোম ৩০/৬-৭)*। যারা দুনিয়াতে অজ্ঞ থাকবে তারা পরকালেও অজ্ঞ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ, সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট' *(ইসরা ১৭/৭২)*।

৮. অছিয়ত করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া : মৃত্যুর উত্তম প্রস্তুতির জন্য অছিয়ত লিখে রাখা অন্যতম মাধ্যম। কারণ কার কখন মৃত্যু চলে আসে তা কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয়। অতঃপর যদি কেউ অছিয়ত শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তাহ'লে তার গোনাহ তাদেরই হবে, যারা তা পরিবর্তন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন *(বাক্বারাহ ২/১৮০-৮১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ- 'যে মুসলিমের নিকট অছিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য দু'রাত কাটানো জায়েয নয়; এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অছিয়ত-নামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত'।[৭] মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যখন থেকে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে আমার অছিয়তনামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে'।[৮]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ- 'তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের মাল থেকে আল্লাহ তা'আলা এক-তৃতীয়াংশ অছিয়াত করার অধিকার প্রদান করে তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন'।[৯]

তবে অছিয়ত যেমন ওয়ারিছদের জন্য করা যাবে না, তেমনি যুলুমও করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিছের জন্য আর কোন অছিয়ত চলবে না'।[১০]

উপসংহার : মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য। মৃত্যুক্ষণ যে কার কখন চলে আসে কেউ তা বলতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ- 'কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে' *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। এই মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতেও পারবে না। সুতরাং উত্তম মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করার তওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।]

৫. আবুদাউদ হা/১৬৭৮; তিরমিযী হা/৩৬৭৫; মিশকাত হা/৬০২১।
৬. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭।
৭. মুসলিম হা/১৬২৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৮২।
৮. বুখারী হা/২৭৩৮; মিশকাত হা/৩০৭০।
৯. ইবনু মাজাহ হা/২৭০৯; ছহীহুল জামে' হা/১৭৩৩।
৯. আবুদাউদ হা/২৮৭০; মিশকাত হা/৩০৭৩, সনদ ছহীহ।

আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(শেষ কিস্তি)

২৭. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান : যদি কোন সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তাহ'লে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، الْعَاقُّ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ– 'আল্লাহ তিন ব্যক্তির ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করেন না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) দান করে খোঁটা দানকারী (৩) তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী'।[১] পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَابَانِ مُعَجَّلاَنِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ وَالعُقُوقُ 'দু'টি এমন দরজা (পাপ) রয়েছে, যার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়- ১. বিদ্রোহ ২. পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ'।[২]

এমনকি ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের দিকে তাকাবেন না। রাসূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ– 'তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দাইয়ুছ (নিজ স্ত্রীর অশ্লীলতা-ব্যভিচারে যে ঘৃণাবোধ করে না'।[৩]

২৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عشية كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يقبلُ عمل قاطِع رحم 'আদম সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহ্র কাছে বৃহস্পতিবার রাতে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল হয় না'।[৪]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর শাস্তি আল্লাহ পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ– 'বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই। আল্লাহ তার শাস্তি পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখেরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখেন'।[৫]

আর তাদের জন্য জান্নাত হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬]

২৯. মিথ্যা বলা : মিথ্যা কথা এমন পাপ যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ– 'অতএব তোমরা মূর্তিপূজার কলুষ এবং মিথ্যা কথা হ'তে দূরে থাক' *(হজ্জ ২২/৩০)*। আর মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ– 'একদা তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন'।[৭]

এই মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، 'মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়'।[৮]

আর মিথ্যা এমন পাপ যার কারণে আল্লাহ বান্দার ছিয়াম কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি (ছিয়ামরত অবস্থায়) মিথ্যা কথা বলা ও এর উপর

১. ছহীহ তারগীব হা/২০১৩; বায়হাকী, আল ক্বযা ওয়াল ক্বদর হা/৪২৯।
২. হাকেম হা/৭৩৫০; ছহীহাহ হা/১১২০; ছহীহুল জামে' হা/২৮১০।
৩. নাসাঈ হা/ ২৫৬২; আহমাদ হা/ ৬১৮০; ছহীহ হা/১৩৯৭।
৪. আহমাদ হা/১০২৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৮।
৫. আবুদাউদ হা/৪৯০২; তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১।
৬. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।
৭. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭।
৮. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।

আমল করা ছেড়ে না দেয়, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[৯] সুতরাং ছিয়ামের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল মিথ্যা বলার কারণে তা কবুল না হওয়ায় সারাদিন না খেয়ে কষ্ট করেও তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩০. অপসন্দনীয় ইমাম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ– 'তিন ব্যক্তি এমন যাদের ছালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না, (১) পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে। (২) এমন মহিলা, যে তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে (৩) এমন ইমাম, মুছল্লীরা যাকে অপসন্দ করে'।[১০]

৩১. নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা দাবীকারী : নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে পিতা বলে দাবী করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি এমনটি করে তাহ'লে তার ইবাদত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلًا– 'যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করবে অথবা যদি কোন দাস তার মুনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহ্র, ফিরিশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল (ইবাদত) কবুল করবেন না'।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে, مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ 'যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তাহলে জান্নাত তার জন্য হারাম'।[১২]

৩২. নিজেকে মিথ্যাভাবে উচ্চ বংশীয় দাবী করা : ইসলামে বংশীয় কোন মর্যাদা নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাহ'লে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহ্র (নে'মতের) কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সাথে রক্ত সম্পর্কীয় সম্পৃক্ততার দাবী করল, যে বংশের সাথে তার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়'।[১৩]

৩৩. পলায়নকারী দাস : পলায়নকারী দাসের ইবাদত আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয় না। ফলে সে ইবাদত করলেও তা কবুল না হাওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়ে যাবে। জারীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا عبد أبق فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِم 'যে দাস পালিয়ে যায়, তার ছালাত গৃহীত হয় না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, পলাতক দাসের ওপর (ইসলামের) কোনো দায়ভার নেই। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন, যে গোলাম স্বীয় মালিক হ'তে পালিয়ে যায়, সে অবশ্যই কুফরী করে যতক্ষণ পর্যন্ত না মালিকের নিকট ফিরে আসে'।[১৪]

৩৪. বিনা অনুমতি জানাযার ছালাত পড়ানো ইমাম : মাইয়েতের জানাযার ছালাত তার নিকটাত্মীয়ই পড়ানোর হকদার। তথাপি কোন ইমাম যদি আত্ম-অহংকার বা মাযহাবী-গোঁড়ামির কারণে পারিবারিক অনুমতি না নিয়ে জানাযার ছালাত পড়ায় তাহ'লে তার ছালাত কবুল হবে না। আতা ইবনু দিনার আল-হুযালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلاَ تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ– 'আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির ছালাত কবুল করেন না, তাদের ছালাত আকাশে উঠে না এবং তাদের মাথার উপরে উঠে যায় না (১) যে ব্যক্তি কোন কওমের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপসন্দ করে (২) যে ব্যক্তি জানাযার ছালাতে ইমামতি করে অথচ তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। (৩) যে নারীকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকে অথচ সে তা অস্বীকার করে রাত কাটায়'।[১৫]

৩৫. মুসলিম জামা'আত পরিত্যাগকারী : জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)*। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ– 'যে ব্যক্তি জামা'আত (দল) হ'তে এক বিঘত

৯. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।
১০. তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২; ছহীহুত তারগীব হা/৪৮৭।
১১. মুসলিম হা/১৩৭০; মিশকাত হা/২৭২৮।
১২. বুখারী হা/৬৭৬৬; মুসিলম হা/৬৩; আবুদাঊদ হা/৫১১৩।
১৩. বুখারী হা/৩৫০৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৩২।
১৪. মুসলিম হা/১২৪, ৬৯, ৬৮; মিশকাত হা/৩৩৫০।
১৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৫১৮; ছহীহাহ হা/৬৫০।

পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে ইসলামের রশি (বন্ধন) তার গলা হ'তে খুলে ফেলেছে'।[১৬]

৩৬. কোন মুসলিমকে আশ্রয়দানে বাধাদানকারী : যে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া কল্যাণকর কাজ। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি ঐ কল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, তাহ'লে তার ইবাদত কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– 'সমস্ত মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য-অঙ্গীকার এক। একজন সাধারণ মুসলিমও তা মেনে চলবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের আশ্রয় প্রদানকে বানচাল করে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের লা'নত। ক্বিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না'।[১৭]

৩৭. মদীনায় বিদ'আতকারী অথবা কোন বিদ'আতীকে প্রশয়দানকারী : বিদ'আত সমূহ ধর্মের নামে করা হ'লেও তা মারাত্মক পাপ। যদি তা মদীনায় হয়, তাহ'লে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فمنْ أحدثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ 'মদীনার আয়র ও ছাওর-এর মধ্যবর্তী স্থান হারাম। এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতী কর্মে লিপ্ত হয় অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তার ফিরিশতাবর্গ ও সমগ্র মানবজাতির লা'নত। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না'।[১৮]

৩৮. মদীনাবাসীর উপর অত্যাচারকারী : সায়েব বিন খাল্লাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ– 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে, তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ। তার নিকট থেকে নফল-ফরয কোন ইবাদতই কবুল হবে না'।[১৯]

৩৯. ছাহাবীদের গালিদাতা : ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا– 'যে ব্যক্তি আমার ছাহাবাদের গালি দিবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না'।[২০]

৪০. জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বানকারী : জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগের দিকে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে আহ্বান করে তাহ'লে তার ইবাদত কবুল হবে না। আর ইবাদত কবুল না হওয়ার কারণে আমল করেও তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ 'আর যে লোক জাহেলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে ছালাত-ছিয়াম আদায় করলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে ছালাত-ছিয়াম আদায় করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্র ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন'।[২১]

৪১. তাক্বদীরে অবিশ্বাসী : তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা সকল মুমিনের উপর আবশ্যক। কোন কারণে তাক্বদীরে অবিশ্বাস করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ 'তিন ব্যক্তির নিকট হ'তে আল্লাহ ফরয-নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে প্রচারকারী এবং তাক্বদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি'।[২২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ 'কোন লোকই ঈমানদার হ'তে পারবে না যে পর্যন্ত না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনবে, (১) সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন; (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে'।[২৩]

উপসংহার : উম্মতে মুহাম্মাদীর বয়স ষাট থেকে সত্তর বছর। এর থেকে অধিক বয়স কম লোকেরই হয়।[২৪] সুতরাং এ স্বল্প বয়সের মধ্যে কৃত কোন সৎআমল যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে পরকালীন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকলকেই আমল বিনষ্টকারী পাপ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন।- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৬. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; মিশকাত হা/১৮৫।
১৭. বুখারী হা/৩১৭৯; মুসলিম হা/১৩৭১; মিশকাত হা/২৭২৮।
১৮. বুখারী হা/৬৭৫৫; মুসলিম হা/১৩৭০; মিশকাত হা/২৭২৮।
১৯. তাবারাণী হা/৩৫৮৯; ছহীহাহ হা/৩৫১; ছহীহুত তারগীব হা/১২১৪।
২০. আহমাদ বিন হাম্বাল, ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৮; ছহীহাহ হা/২৩৪০।
২১. তিরমিযী হা/২৮৬৩।
২২. বায়হাক্বী, আল-ক্বাযা ওয়াল ক্বদর হা/৪২৯; ইবনু আছেম, আস-সুন্নাহ হা/৩২৩; ছহীহাহ হা/১৭৮৫; ছহীহুল জামে হা/৩০৬৫।
২৩. তিরমিযী হা/২১৪৫; মিশকাত হা/১০৪।
২৪. তিরমিযী হা/৩৫৫০; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৪০৯৪।

www.tawheederdak.com

মহাকবি ইকবালের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

-মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী

ভারত উপমহাদেশের দশকোটি সুপ্ত মুসলমান যাঁহার তকবীর ধ্বনিতে নিদ ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার তেজদীপ্ত অভয় বাণীতে আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতি পুনঃ আত্মচেতনা লাভ করিয়াছে, যাঁহার অমর কাব্যের বলদৃপ্ত সুর ঝঙ্কারের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন পথিকের দল এক কাফেলায় আসিয়া সমবেত হইয়াছে এবং যাঁহার ব্যাখ্যাকৃত ইসলামের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় সেই মহান জাতীয় কবিকে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ আজও সম্যকভাবে চিনিতে পারেন নাই অথবা চিনিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথ কিম্বা নজরুল ইসলামের তুলনা চলিতে পারে না। কারণ তাঁহার আসন স্বতন্ত্র ও অনুপম এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। তাঁহার লক্ষ্যস্থল সুনির্দিষ্ট, চলার পথ সুনির্ধারিত, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক, কাব্য ঝঙ্কার আলাহিদা।

ইহা অদৃষ্টের পরিহাস যে, আমরা তাঁহাকে জাতীয় কবি রূপে ঘোষণা করিতে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু তাঁহাকে সঠিকভাবে বুঝিবার এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার আসল রূপ যেদিন পরিপূর্ণরূপে উদঘাটিত হইবে এবং আমরা তাঁহাকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব সেই দিনই তাঁহাকে জাতীয় কবি রূপে বরণ করা আমাদের সার্থক হইবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তাঁহার সত্য স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত ও তরুণ দলের নিকট হয়ত তাঁহার ভাগ্যে বিরূপ সম্বর্ধনাই মিলিবে! আজ কাল ইসলামী রীতি নীতি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে গেলে, এমন কি নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত সম্বন্ধে তাকিদ দিতে গেলেও যখন কথায় কথায় 'কাঠমোল্লা', 'গোড়া' 'সেকেলে' ইত্যাদি উপাধিগুলি লাভ করিতে হয়, তখন ঐ গুলির মহিমাকীর্তনকারী খাঁটি ইসলামী দৃষ্টি সম্পন্ন কবির ভাগ্যে যে কি ঘটিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইকবালের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মহা পণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষুরধার লেখনী আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিমানী দলের অন্ধ পাশ্চাত্য প্রীতি ও গোড়ামির মূলে আঘাত হানিতেও পারে এই আশায় এবং ভরসায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা করিব। তাঁহার কাব্য বাগিচা হইতে অতি অল্প সংখ্যক কুসুম চয়নপূর্বক প্রিয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব এবং আমি স্বয়ং যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছি সেই ভাবেই বর্ণনার প্রয়াস পাইব।

ইকবালের নিকট মানব জীবনের সাফল্য ও পৃথিবীর সু-এনতেযাম ও সুশৃঙ্খলা নির্ভর করে একমাত্র খুদি বা আমিত্বের (Ego) প্রতিষ্ঠার উপর। নিজেকে ফানা করিয়া দিয়া কিম্বা জগতের কাছে স্বীয় আত্মাকে অতি নগন্য, হেয় ও ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ করিয়া উহা কস্মিনকালে সম্ভবপর নয়। ইকবাল বলেন,

پیکر هستی ز آثار خودی است + هر چه می بینی زاسرار خودی است

অস্তিত্বের এ কলেবর আমিত্বেরি ফল।
যা কিছু সব আমিত্বের গূঢ় রহস্য বল্।

ইকবাল আমিত্বের প্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা ফেরআউন বা নমরুদের প্রতিষ্ঠা নয়। তাঁহার নিকট প্রেম ও মহব্বত ব্যতীত আমিত্বের দৃঢ়তা সাধিত হয় না এবং যে আমিত্বে অকৃত্রিম ভালবাসা ও আত্মনিবেদন নাই তাহা কখনও মজবুত স্থায়ী হইতে পারেনা। তাই তিনি বলেন,

از محبت می شود پائنده تو + زنده تر سو زنده تر تابنده تر-

প্রেমের দ্বারা আমিত্ব হয় সবল দৃঢ়তর;
সজীবতর, জলন্ততর আর উজ্জ্বলতর।

ইকবালের প্রেম কি? এবং কেইবা তাঁহার প্রেমাস্পদ? কবি বলেন,

عاشقی آموز و محبوبی طلب + چشم نوحی، قلب ایوبی طلب-
هست معشوقی نهان اندر دلت + چشم اگرداری بیابنایمت-

শিক্ষা করো প্রেম করা আর প্রিয়ার করো অন্বেষণ,
নুহের দৃষ্টি তলব করো, আইউবী দিল চাও আপন। দিলের
মাঝে লুকিয়ে আছে তোমারই যে প্রাণপ্রতীম
দৃষ্টি যদি থাকে এসো, দেখিয়ে দিব তাহার চিন।

কে এই প্রিয়তম? ইকবাল পরিষ্কারভাবে মুসলমানের প্রিয়তমের নাম ঘোষণা করিতেছেন,

در دل مسلم مقام مصطفی است + آبروی ما زنام مصطفی است
طور موجی از غبار خانه اش + کعبه را بیت الحرم کاشانه اش-

মুসলমানের দিল হইল মোহাম্মদ মোছতফার ধাম,
মোদের সকল মান ইজ্জত সবের মূলে তাঁহার নাম
তাহার ঘরের ধূলিকণার তরঙ্গেরি তূর পাহাড়,
কাবার হেরেমখানা হলো তাহার কুটীর দ্বার।

আমিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেমের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইল এবং প্রেমাস্পদও নির্দিষ্ট হইল, এখন কোন পথে ও কি উপায়ে উহার সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব তাহা জানা আবশ্যক। কবির মতে, আমিত্বের বিকাশের যে পথ উহার ৩টি মনজিল। এই মনজিল অতিক্রম করিয়া তবে মনজিল মকছেদে পৌছিতে হইবে।

১ম মনজিল : এতা'আত বা বশ্যতা স্বীকার

প্রিয়তম প্রদর্শিত একটা সুনির্ধারিত আইন কানুনের নিকট মাথা নত করিয়া আন্তরিকভাবে তাহার অনুসরণ করার নাম এতা'আত। এই এতা'আতের স্বরূপ কি? ইকবাল বলেন, এতা'আতের জন্য পরিশ্রম স্বীকার, কষ্ট ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন প্রয়োজন। এ বিষয়ে উটের মত স্বভাব সম্পন্ন হইতে হইবে এবং কোন প্রকার ওজর আপত্তি না তুলিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রভুর আদেশ তামিল করিয়া যাইতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত আইন কানুন ও নিয়ম শৃঙ্খল মানিয়া চলা অপরিহার্য। আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিরাজ্যে সর্বত্রই এই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। আকাশ ও উহার চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি পৃথিবী ও উহার গাছ বৃক্ষ, নদীনালা, পাখী, পশু সব কিছুই এক বাধা ধরা নিয়মের অধীন চলিতেছে। আল্লাহর প্রতিনিধি ও সেরা সৃষ্টি রূপে মানুষদিগকে এই সমস্তই বশীভূত করার মত শক্তি তাহাদের হৃদয়ভান্তরে দেওয়া হইয়াছে। এই শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত আপন আধিপত্য কায়েম করিতে হইলে আগে নিজেদের জীবনকেই নিয়মের অধীন সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইবে। বিশ্ব প্রভু আল্লাহর নির্ধারিত এই নিয়ম মানিয়া চলার নামই এতা'আত বা বশ্যতা স্বীকার। কবি এই ভাবটিকেই সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নে ধৃত কবিতায়,

خدمت ومحنت شعار اشتر است - صبر واستقلال کار اشتر است

تو هم از بار فرائض سر متاب - برخوری از عنده حسن المآب

هر که تسخیر مه وپروین کند - خویش را زنجیری آئین کن

উটের স্বভাব হলো সেবা এবং কষ্ট করা,
বিপদ কালে ছবর করা আর ধৈর্য ধরা।
তুমিও স্বীয় ফরজ হতে ফিরাইওনা মুখ,
প্রভুর কাছে শেষে তুমি পাবে অশেষ সুখ।
চাঁদ তারাকে বশ করিতে হইবে ধরায় যাকে,
এক আইনের শিকল আগে পরতে হবেই তাকে।

অন্যত্র তিনি বলেন,

هر که بر خود نیست فرمانش روان - می شود فرمان پزیر از دیگران

নিজের হুকুম চলবে নাক যাহার, নিজের পর;
করবে তামিল পরের হুকুম, সে এ ধরার পর?

নিয়ম শৃঙ্খলার প্রথম মনজিল অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় মনজিলে আসিতে হইবে।

২য় মনজিলের নাম ضبط نفس বা আত্মসংযম :

এই আত্মসংযম কোথায় এবং কিভাবে শিখিতে হইবে? ইকবালের মতে ৫টি জিনিসের ভিতর মুছলমান আত্মসংযমের পাঠ গ্রহণ করিবে। আর এই গুলিই হইল ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ।

প্রথম, ঈমান বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাহার উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার পদতলে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। ইহা করিতে পারিলেই তাহার অন্তর অন্য সব কিছুর ভীতি হইতে মুক্ত হইবে এবং সেই মুক্ত হৃদয় লইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সুনির্ধারিত এবাদতগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে আর এই প্রত্যেকটি এবাদত তাহাকে আত্মসংযমের সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করিয়া তৃতীয় মনজিল তক পৌঁছাইয়া দিবে। ইকবাল দ্বিতীয় মনজিলের এই ঈমান এবং ইবাদতগুলি সম্বন্ধে কি বলেন তাহা গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা আবশ্যক।

(১) বিশ্বাস ও উহার নতিজা :

تا عصائی لا اله داری بدست + هر طلسم خوف را خواهی شکست

লা ইলাহা'র লাঠি যদি তোমার হাতে রয়,
ভাঙ্গবে তুমি সহজে সব তেলেসমাতের ভয়।

هر که حق باشد چو جان اندر تنش + خم نگردد پیش باطل گردنش

সত্য যদি প্রাণের যত দেহের ভিতর রয়,
কভু অসত্যের সামনে মাথা নত নাহি হয়।

خوف را در سینه او راه نیست + خاطرش مرعوب غیر الله نیست

ঢুকতে বুকে ভয়-ভীতি তার পায়না যে পথ আর,
আল্লাহ ছাড়া সামনে কারো দিল কাঁপেনা তার।

می کند از ماسوی قطع نظر + می نهد ساطور بر حلق پسر

পড়ে নাক তাহার নজর কোনই মায়ায়, ছলে,
নির্ভয়ে সে চালায় ছুরি নিজের ছেলের গলে।

(২) নামাজ :

لا اله باشد صدف گوهر نماز + قلب مسلم راحج اصغر نماز

লা ইলাহা ঝিনুক এবং নামাজ মুক্তা তার,
মোমিন দিলে নামাজ হলো ছোট হজ্ব এক আর

(৩) রোজা :

روزه بر جوع وعطش شبخون زند + خیبر تن پروری را بشکند

হামলা করে রোজা মোদের ভুখ পিয়াসার পর
দেয় ভাঙ্গিয়া উদর-সেরার সেরা 'খয়বর'।

(৪) হজ্ব :

مؤمنان را فطرت افروزاست حج + هجرت آموز ووطن سوزست حج

হজ্ব পরিচয় প্রকৃতিরই করায় মোমিনদের,
দেয় সে ছবক ভিটা ভাঙ্গার এবং হিজরতের

(৫) যাকাত :

حب دولت را فنا سازد زکوة + هم مساوات آشنا سازد زکوة

অর্থ-লোভ ও ধন-লালসা ধ্বংস করে দেয় যাকাত,
সাম্য-অনুরাগ বাড়ায়ে দেয় আমাদের এই যাকাত।

৩য় মনজিল : نیابت الٰہی বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব!
মুসলমানকে পূর্ণ আত্মসমর্পন এবং সংযমের সাধনার পর এই ৩য় মনজিলে পৌঁছিতে হইবে এবং এইখানেই মুছলিম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত হইবে। এই মনজিলে তাহার স্বরূপ এবং যোগ্যতার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,

نائب حق ھمچو جان عالم است + ھستی او ظل اسم اعظم است
ধরার পরে খোদার নায়েব, সারা ধরার প্রাণস্বরূপ,
হেথায় তাহার হাস্তি যে 'ইছমে আযম' ছায়া স্বরূপ।

از رموز جزو و کل آگہ بود + در جہان قائم بامر اللہ بود-
ক্ষুদ্র বৃহৎ সব কিছুরই রহস্য ভেদ করবে সে,
জগত মাঝে প্রভুর কাজে অটল হয়ে থাকবে সে।

نوع انسان را بشیر و ھم نذیر + ھم سپاھی ھم سپھگر ھم امیر-
মানব জাতির তরে হলো 'বশির, নযির' সে মুছলিম,
খোদ সিপাহী, সেনাপতি, স্বয়ং আমীর সে মুছলিম।

আমিত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার বিকাশের পথ ও মনযিলগুলির পরিচয় প্রদান করা হইল। কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনকে সুন্দর এবং পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য এই আমিত্বগুলির পৃথক পৃথক বিকাশই যথেষ্ট নয়, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। একতাই জামাতী জীবনের শক্তি আর বিচ্ছিন্নতাই মরণ। কবি বর্তমান মুছলমান সমাজের বিভেদের মরণ-চিহ্নগুলি দেখিয়া অন্তরে কি বেদনাই না অনুভব করিয়াছেন। ইকবালের নিকট জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তিগত জীবন ধারণ অসম্ভব। এই বিচ্ছিন্নতা জাতীয় জীবনে যে কি অভিশাপ ডাকিয়া আনে কবি তাহা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নোধৃত চরণ কয়টিতে-

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ
ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے
গ্রীষ্মে গাছের যে শাখটি পড়লো ভেঙ্গে তলে,
অসম্ভব তার সবুজ হওয়া, বসন্ত বাদলে।

ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے
کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے
গ্রীষ্ম তাহার ভাগ্যে লিখা রইবে চিরদিন,
পাতা এবং ফলের কোনই থাকবেনাক চিন।

কিন্তু ইকবাল দুঃখবাদী (Pessimist) ছিলেন না। মুসলমানদের বর্তমান অনৈক্য, বিভেদ ও দুর্বলতার জন্য বিলাপ করিলেও তিনি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মুসলমান চিরদিন এইরূপ বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও দুর্বল হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের সম্মুখে বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, সে দায়িত্ব তাহাদিগকে পালন করিতে হইবেই। এই জন্য কবি তাহাদিগকে অনৈক্যের পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া জাতীয় ঐক্য ও মিল্লাতের সংহতি বজায় রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। গ্রীষ্মের আগমনে তাহাদের যে শক্তি লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তিনি আশা করেন, তাহা পুনরায় বসন্তের শুভাগমনে জাগরিত হইবে,

شاخ بریدہ سے سبق اندوز ھر کہ تو
ناآشنائی قاعدہ روزگار سے-
বৃক্ষচ্যুত শাখা হ'তেই শিক্ষা তুমি লও,
রীতি নীতি এই দুনিয়ার অবগত নও।

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ + پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ!-
জাতির সঙ্গে নিজের বাঁধন শক্ত করে রাখো,
বসন্তেরই আশায় তুমি বৃক্ষ সাথেই থাকো

বর্ত্তমান জড় সভ্যতা ও উহার বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে যেরূপ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের গহবরে টানিয়া লইতেছে এবং মুসলমানগণ এই বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া যেভাবে আপনার ধ্বংসকেই ডাকিয়া আনিতেছে তিনি যেন দিব্যচক্ষে উহা দেখিতে পাইয়াছেন। তাই তিনি তাহাদের সন্মুখে নিপুণ হস্তে এই সভ্যতার স্বরূপ অঙ্কিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং মুছলমানদিগকে এই পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নবী প্রদর্শিত উজ্জল পথের দিকেই আহবান করিয়াছেন। এই সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছে,

حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں
بھڑک اٹھا بھبھوکا بن کے مسلم کا تن خاکی
গরম কত! বর্ত্তমানের সভ্যতার এই মদিরায়, মুসলমানের মাটির দেহ উদ্বেলিত ফেনের প্রায়।

حیاتِ تازہ اپنے ساتھ لائی لذّتیں کیا کیا
رقابت، خود کشی، ناشکیبائی، ہوسناکی
নতুন জীবন আনলো সাথে কতই মজার চীজ,
আত্ম হত্যা, রেষারেষি, লোভ, অধৈর্য্যের বীজ।

تو اے پروانہ! ایں گرمی ز شمع محفلے داری
چو من در آتش خود سوزا گر سوزِ دلے داری (فیضی)
হে পতঙ্গ! সভার চেরাগ হতে লওয়া এ তাপ তোমার, নিজ আগুনে জ্বলো, যদি গুপ্ত আগুন রয় সে হিয়ার।
[প্রবন্ধটি মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৫৯ বাংলা হ'তে গৃহীত।]

মাওলানা বেলাল হোসাইন (পাবনা)

[মাওলানা বেলাল হোসাইন (৬৬) আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও পাবনা যেলা 'যুবসংঘ', 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা। তিনি পাবনা খয়েরসূতি দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষক ও দক্ষ মুনাযের। তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শুরুকাল থেকে অদ্যাবধি এই আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন এবং দাওয়াতী ময়দানে জিহাদী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন তাওহীদের ডাক'-এর নির্বাহী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।]

১. তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা বেলাল হোসাইন : আমার জন্ম ১৯৫৭ সালে। আমার পিতার নাম মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী। যিনি এক সময় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ছিলেন। আমার পিতা মূলত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেশনের পাশে সোলেডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। দেশ ভাগের পূর্বে তিনি করাচী থেকে লেখাপড়া শেষ করেন এবং দেশ ভাগের পর তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। অতঃপর পাবনার খয়েরসূতিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মুর্শিদাবাদে আমার পিতার ১ম পক্ষের ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা এবং ২য় পক্ষের আমরা ৫ ভাই ৩ বোন। দুই পক্ষের ৯ ভাই ৬ বোন। আলহামদুলিল্লাহ উভয় পক্ষের ভাই-বোনদের মধ্যে এখনও যাতায়াত আছে। আমার ১ ছেলে ৩ মেয়ে। বড় ছেলে দাখিল পর্যন্ত মাদ্রাসায় পড়েছে। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বি.এ পাস করে একটি ঔষধ কোম্পানীতে চাকুরীরত। আমার ছেলে-মেয়েরা সবাই বিবাহিত।

২. তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা বেলাল হোসাইন : ঢাকার ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড সংলগ্ন বাংলা দুয়ার স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীতে নিজ গ্রাম খয়েরসূতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং সেখানেই খয়েরসূতি হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। এরপর আমার বোনের বাড়ি থেকে নাটোরের খোলাবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। অতঃপর ঢাকার নাযিরাবাজারের মাদ্রাসাতুল হাদীছের কিতাব বিভাগে ভর্তি হই। সেখানে মীযান, নাহুমীর, হেদায়াতুন্নাহু ইত্যাদি পড়ি। তখন সেখানে মীযান-মুনশায়েব ও নাহুমীরসহ অনেক বই ফার্সী ভাষায় ছিল। স্কুল থেকে আসার কারণে ফার্সী ভাষা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল। ১৯৭৫ সালে মাদ্রাসাটি যাত্রাবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে আমার পিতা আমাকে নারায়ণগঞ্জের পাঁচরুখীতে মাওলানা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী ছাহেবের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। সেখানকার পরিবেশ আমার অনুকুলে না হওয়ায় ৭ম উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় ভর্তি হই। এখানে আমার পড়াশোনা ভালই চলছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে মাদ্রাসা কমিটি হঠাৎ মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করলে শিক্ষকরা চলে যেতে থাকেন। তখন আমি দাওরায়ে হাদীছ শেষ না করেই চলে আসি। অতঃপর রাজবাড়ী যেলার পাংশা ছিদ্দীকিয়া ফাযিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং নাটোর যেলার নলডাঙ্গার শাখারীপাড়া মাদ্রাসায় আলিমে ভর্তি হয়েও দুর্ভাগ্যবশত ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এভাবেই আমার শিক্ষাজীবন শেষ হয়।

৩. তাওহীদের ডাক : আপনি কর্মজীবন কীভাবে শুরু করেছিলেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত খয়েরসূতি দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাসায় ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে যোগদানের মধ্য দিয়ে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। আমার পিতাও এই মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ প্রায় ৪৩ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছি।

৪. তাওহীদের ডাক : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কীভাবে?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : স্যার সম্পর্কে আমার পিতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট এমন প্রশংসা শুনতাম যে, তিনি খুবই বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন এবং আপোষহীন মানুষ। তাই কৌতুহলবশত ১৯৭৪ সালে মাদ্রাসাতুল হাদীছে পড়া অবস্থায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে প্রথম দূর থেকে দেখি। এরপর তিনি ১৯৭৭ সালের শেষ দিকে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় তিনি মুহতামিম হিসাবে যোগদান করলে আমি তাঁর সরাসরি ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। এখানে আমি তাঁর কাছে আরবী সাহিত্য ও ফার্সী নাহুমীর পড়েছি।

৫. তাওহীদের ডাক : আপনি যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার ছাত্র থাকা অবস্থায় 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : আমীরে জামা'আত একদিন বললেন, 'আহলেহাদীছ যুবকরা নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে অন্যের ঘরে বাতি জ্বালাচ্ছে। নামধারী কিছু ইসলামী সংগঠন আমাদের ছেলেদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তাদের জিহাদী জাযবাকে কাজে লাগিয়ে নানাবিধ শিরক ও

বিদ'আতী কাজে যুক্ত হচ্ছে। এদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনা এবং ঘরের ছেলেদেরকে ঘরে রাখা প্রয়োজন'। এ বিষয়ে তিনি জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আহলেহাদীছ তরুণ ছাত্র ও যুবকদের জন্য একটি বিশুদ্ধ দ্বীনী প্লাটফর্ম গঠনের উদ্যোগ নিলেন। আগের দিন তিনি আমাদের বললেন, 'আগামীকাল তোমরা সবাই ছিয়াম রাখবে। নফল ছিয়ামের মধ্য দিয়ে আমরা 'যুবসংঘ' গঠন করব ইনশাআল্লাহ'। ফলে আমরা মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র ছিয়াম রেখেছিলাম।

অতঃপর ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী 'মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া'র জামে মসজিদে বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠনের উদ্দেশ্যে স্যারের আহ্বানে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত আহলেহাদীছ যুবকদের একটি বড় ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের সেক্রেটারী আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা) সর্বসম্মতিক্রমে আমীরে জামা'আতকে আহ্বায়ক ও মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৩৩ সদস্যের একটি 'প্রস্তুতি কমিটি' গঠনের মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পথচলা শুরু হয়। আমি ছিলাম সেদিনের চাক্ষুষ স্বাক্ষী। ফালিল্লাহিল হামদ!

৬. তাওহীদের ডাক : আপনি কি তখনই সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : যখন মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'যুবসংঘে'র দাওয়াত দিলেন এবং আহলেহাদীছ-এর মূল স্পিরিটটা বুঝালেন, তখন ভাবলাম, আল্লাহ হয়ত আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। অতঃপর শক্তভাবে এই সংগঠনে থাকার সিদ্ধান্ত করলাম। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আমি সাংগঠনিক কোন দায়িত্বে ছিলাম না। সম্ভবত ১৯৮২ সালে পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রথম সভাপতি হিসাবে মনোনীত হই। ১৯94 সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আন্দোলন' প্রতিষ্ঠিত হলে আমীরে জামা'আত পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রথম সভাপতি হিসাবে আমার বড় ভাই খসরু পারভেযকে মনোনীত করেন। তিনি এখন গাযীপুর (উত্তর) যেলা আন্দোলনের উপদেষ্টা এবং তিনি সেখানেই বসবাস করেন।

অতঃপর ১৯৯৮ সালে পাবনা শহরের নূরপুর গ্রামের হাবীবুল্লাহ ভাই দায়িত্বে আসেন। তাঁর পরে ২০০০ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত আমি টানা প্রায় ২২ বছর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। বর্তমানে আমি পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা। আল্লাহ্র নিকট কামনা করি তিনি যেন আমৃত্যু বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন এই আন্দোলনের সাথে টিকে থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন!

৭. তাওহীদের ডাক : আপনার প্রায় পুরা পরিবারই সাংগঠনিকভাবে সচেতন। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল? বিস্তারিত বলবেন কি?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : কথা ঠিক। আমার আব্বা ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক। আমার বড় ভাই খসরু পারভেয ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর পরপর দুই সেশনের সভাপতি। তাঁর ছেলে হাতেম বিন পারভেয ছিল গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি। সে গত সেশনে ছিল যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক। আমার বোন মাহমূদা 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যা'। ভগ্নিপতি আবুল কালাম আযাদ রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ২০১১ সালের ৩রা মার্চ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাজবাড়ী যেলা সভাপতি এবং 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'। আমীরে জামা'আত নিজে গিয়ে তার জানাযা পড়ান। আমার মা ছিলেন আমাদের গ্রামে সার্বক্ষণিক দাওয়াতী কাজ করতেন। ফলে আমরা মূলত পিতা-মাতা সূত্রেই সাংগঠনিক পরিবার।

৮. তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘে'র সাথে জমঈয়তের সম্পর্কহীনতার বিষয়ে কোন ঘটনা যদি বলতেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : 'যুবসংঘ' প্রথম থেকেই সংস্কারবাদী মনোভাবটা প্রবলভাবে লালন করত। ফলে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা সোচ্চার ছিল। কিন্তু এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় রফাদানী আহলেহাদীছরা, যারা স্রেফ রফঊল ইয়াদাইন ছাড়া আহলেহাদীছের কোন চেতনাই ধারণ করত না। বরং তাদের মন ও মস্তিষ্ক তাক্বলীদী চিন্তাধারার মধ্যেই ডুবে ছিল। তৎকালীন জমঈয়তের নেতৃত্ব দিতেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বিশেষ করে সেসময় জমঈয়তের যেসমস্ত নেতা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তারা কখনোই 'যুবসংঘ'কে বরদাশত করতে পারত না। তাদেরকে জমঈয়তের অন্যান্য নেতাদেরকে কান ভারী করে 'যুবসংঘে'র বিরুদ্ধে উস্কে দিতে দেখেছি। 'যুবসংঘে'র অনুষ্ঠান নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করতে দেখেছি। তবে সাধারণ মানুষ 'যুবসংঘে'র দাওয়াতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করত এবং ভালবাসত।

এমন অনেক ঘটনাই স্মৃতিপটে রয়েছে। তন্মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের একটা ঘটনা স্মরণ করছি। কুয়েত থেকে আগত মেহমানরা 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াতী কাজ দেখে খুশী হয়ে তাদের অগ্রগতির জন্য কিছু অর্থ জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী স্যারের কাছে দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে 'যুবসংঘ'-কে কিছু জানানো হয়নি। অনেক দিন পরে কুয়েতী মেহমানরা আবার দেশে আসলে তারা ড. আব্দুল বারী ছাহেব ও আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেবের সাথে হোটেল সোনারগাঁওয়ে আলাপকালে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান। তখন আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেব বিষয়টি জানতে পারেন। সে টাকা কোন কাজে লাগানো হয়নি জেনে তখন মেহমানরা উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, কাজ না করলে টাকাগুলো ফেরৎ দেন অথবা কাজ করেন। মেহমানদের প্রশ্নের মুখে ড. আব্দুল বারী ছাহেব লজ্জা পেয়ে যান। তখন আব্দুল মতীন সালাফী ছাহেব 'যুবসংঘে'র ছেলেদের বললেন, কুয়েতী মেহমানরা কিছু টাকা

দিয়ে গেছেন যুবসংঘ-এর কাজ গতিশীল করার জন্য। ড. বারী ছাহেব তো খুব ব্যস্ত মানুষ, তোমরা গিয়ে সেই টাকা দিয়ে কাজ কর।

সেই কথামত 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলরা ড. আব্দুল বারী ছাহেবের কাছে গেলে তিনি বলেন, কুয়েতীরা এগুলো 'শুব্বান'-এর জন্য দিয়েছে 'যুবসংঘ'-এর জন্য নয়। ছেলেরা বলেছিল, কেন 'যুবসংঘ'ই কি শুব্বান নয়? তিনি বললেন, যুবসংঘ একটা শিরকী নাম, এটি বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের ভাষা। অতএব 'শুব্বান' গঠন কর, তাহ'লে এসব টাকা শুব্বানের কাজের জন্য পাবে।

কিছুদিন পর আমীরে জামা'আতের অনুপস্থিতিতে জমঈয়তের এক মিটিংয়ে আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই 'যুবসংঘে'র সাথে 'জমঈয়তে'র 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করা হয়। ২৪শে জুলাই ১৯৮৯-এর সাপ্তাহিক 'আরাফাত' ৩০/৪৮ সংখ্যায় আমরা এই খবর দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে 'যুবসংঘ' শিরকী নাম হ'ল না। আজ হঠাৎ করে শিরকী নাম হয়ে গেল! এটা নিয়ে সারা দেশে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইতে লাগল। সেদিন এই ঘটনায় কিছু মানুষ খুব খুশী হ'লেও যারা যুবসংঘ'-এর শুভাকাঙ্খী ছিলেন, তারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন।

৯. তাওহীদের ডাক : কক্সবাজারে যুবসংঘ-এর উদ্যোগে ত্রাণবিতরণকালে আপনার পিতার মৃত্যু হয়। সেসময় কী ঘটেছিল?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : ১৯৭৮ সালে আমার পিতার মৃত্যুর দিনটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। সেসময় আমরা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আমীরে জামাআ'ত স্যারের সাথে ১৯৭৮ সালের ১২ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী বার্মা থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে টেকনাফ, নাইক্ষংছড়ি, কুতুপালং প্রভৃতি ক্যাম্পে প্রচুর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ত্রাণ সাহায্য দিতে গিয়েছিলাম। একদিন বিকালে হঠাৎ আমীরে জামা'আত আমাকে বললেন, বেলাল কেমন আছ? তাতে আমার সন্দেহ হ'লেও আমীরে জামা'আত আমার পিতার মৃত্যুর খবর বেমালুম চেপে গেলেন এবং আমাদেরকে ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসলেন।

এসময় এক ঘটনা ঘটে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ভেসে আসা একটা রূপচাঁদা মাছ আমার লুঙ্গীতে ধরা পড়ে। স্যার বললেন, ওটা তুমি রান্নার তরকারীতে দিয়ে দাও। সেদিন বিকাল ৪টার পর থেকে সমস্ত গাড়ী বন্ধ ছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্ধ্যার দিকে পুলিশের একটি গাড়ী কক্সবাজারের দিকে যেতে দেখে আমীরে জামা'আত গাড়ীর সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু গাড়ীতে আমাদেরকে নিতে না চাইলে তিনি জোর করে বললেন, আমাদেরকে নিতেই হবে, সামনে গাড়ী দাঁড় করান। সেদিন স্যারের সাহস দেখে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর গাড়ীতে উঠলাম। কিন্তু গাড়ীর ছাদে ছিদ্র থাকায় বৃষ্টিতে আমরা প্রায় ভিজে গেলাম। অতঃপর কক্সবাজার হোটেল থেকে আমীরে জামা'আত আমাদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। সাপ্তাহিক 'আরাফাত' অফিসে গেলে জমঈয়ত সেক্রেটারী আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি ছাহেব আমাকে 'আরাফাতে'র একটি সংখ্যা দিলেন। যেখানে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। কিন্তু তাঁর মরা মুখটাও আর দেখার সুযোগ হ'ল না। উনি মৃত্যুর মাসখানেক আগে অসুস্থতার কারণে বাড়ীতে এসেছিলেন। ফলে মৃত্যুর পর তাঁকে নিজ গ্রাম খয়েরসূতি গোরস্থানেই দাফন করা হয়।

১০. তাওহীদের ডাক : আপনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মধ্যে কী বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন যে এ সংগঠনকেই আপনার জীবনের অংশ করে নিলেন?

মাওলানা বেলাল হোসাইন : 'যুবসংঘ' গঠনের আগের রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নটাই আমাকে এই সংগঠনের সাথে দৃঢ়ভাবে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এছাড়াও 'জমঈয়তে আহলেহাদীসে'র মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি যে, সেখানে বিভিন্ন জাহেলী রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিদের সমাবেশ। ফলে তাদেরকে একটা আপোষমুখী নীতি নিয়ে চলতে হয়। বলা যায় এটি একটি রফাদানী সমিতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একমাত্র আদর্শ ও মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে। যা বাতিলের সাথে কখনই আপোষ করে না। আর এজন্য আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কেই আমার জীবনের অংশ বেছে নিয়েছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উপস্থাপনা : কুরআন এমন এক এলাহী গ্রন্থ যেখানে মানবজীবনে পথচলার সর্ববিষয় উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ‘এই কিতাবে কোন কিছুই আমরা বলতে ছাড়িনি’ *(আন'আম ৬/৩৮)*। নিজের ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করতে চাইলে পবিত্র কুরআনে ও হাদীছে বর্ণিত দিক-নির্দেশনাগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলিই আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. এলাহী বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা : জীবনকে সুশোভিত করতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ আল-কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহকে ধারণ করতে হবে। নচেৎ পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে হবে। আর পথভ্রষ্টরা কখনই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় না। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– ‘অতঃপর যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াতকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(ক্বছাছ ২৮/৫০)*।

কুরআনের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনীঃসৃত হাদীছকেও গ্রহণ করতে হবে। কেননা হাদীছ এক প্রকার অহি যাকে ‘গায়রে মাতলু’ বলে। সেটাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না’। ‘(যা বলেন) সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নজম ৫৩/৩-৪)*।

২. ভুল স্বীকার করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা : জীবন পরিক্রমায় কখনও কোথাও ভুল হ’লে নিজের ভুল স্বীকার পূর্বক আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যেমনটি আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর দো‘আ পবিত্র কুরআনে এসেছে, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– ‘(তখন) তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ’লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(আ‘রাফ ৭/২৩)*।

আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‘সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তাহ’লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(হূদ ১১/৪৭)*।

আল্লাহ আরও বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৬)*।

তিনি আরও বলেন, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– ‘আরও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে। তারা তাদের কর্মে ভাল ও মন্দ মিশ্রিত করেছে। অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(তওবাহ ৯/১০২)*।

৩. নিজেকে পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডে দাঁড় করানো : প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ওয়াক্বিফহাল। ব্যক্তি তার আমলনামায় কতটুকু পাপ-পুণ্য পরকালের জন্য প্রেরণ করেছে তা সে জানে। তথাপি সে ক্বিয়ামতের দিন সে নানাবিধ অজুহাত পেশ করবে। কিন্তু তার কাজে আসবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ–وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ– ‘বরং প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানে’। ‘যদিও সে (বাঁচার জন্য) নানা অজুহাত পেশ করে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৪-১৫)*।

পার্থিব জীবনে আমরা আমাদের পিছনের দিকে তাকালেও উপলব্ধি করতে পারি আমরা কি পাপ-পুণ্য করেছি। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে আমাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে পারলেই পরকালীন জীবনে সফলকাম হ’তে পারব। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ‘সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে’ *(শামস ৯১/৯)*।

৪. কোন কিছুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কল্যাণ ও অকল্যাণ মেনে নেওয়া : অনেক সময় আমরা এমন কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা করি, যা না পেলে হতাশ হয়ে যাই। অথচ এই হতাশ হওয়াই

তাক্বদীর পরিপন্থী। কেননা তাক্বদীরে যা আছে তা আসবেই। আর তাক্বদীরে না থাকলে সেটা পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং কোন কিছুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জন্য অসন্তুষ্ট না হয়ে মেনে নিতে হবে। হয়ত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এর মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ– 'আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ নারীদের প্রতি সহমর্মিতার পরশে তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কল্যাণের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 'যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

সুতরাং কোন কিছুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করতে হবে। কেননা তিনি বলেন, وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

আমাদের চর্মচক্ষুতে কোন কিছুর মধ্যে অকল্যাণ মনে হ'লেও হয়ত আল্লাহ তার মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন। যেমন সূরা কাহফে হযরত মূসা ও খিযিরের ঘটনায় তাঁরা দু'জন যখন সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিযির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা বললেন, আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন? এটা অন্যায়। অথচ আল্লাহ এর মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ রেখেছিলেন। তিনি বলেন, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا– فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا– 'আর বালকটির বিষয় এই যে, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, (বড় হয়ে) সে অবাধ্যতা ও কুফরীর মাধ্যমে তাদের উপর যুলুম করবে'। 'ফলে আমরা চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার পরিবর্তে একটি সন্তান দান করবেন, যে হবে চারিত্রিক পবিত্রতায় উত্তম ও পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহে ঘনিষ্ঠতর' *(কাহফ ১৮/৮০-৮১)*।

৫. নিজের পাপের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে : মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা তাকে মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে থাকে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 'নিশ্চয়ই মানুষের প্রবৃত্তি মন্দের প্ররোচনা দেয়' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। আর এই প্রবৃত্তির তাড়নায় সে মন্দ কাজ করে থাকে। কিন্তু সে চিন্তা করে না এর পরিণতি। অথচ তার পাপের জন্য তাকেই বোঝা বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'আর (মনে রেখ) একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না' *(যুমার ৩৯/৭)*।

তথাপি সে যদি চায় তাহ'লে অবশ্যই নিজেকে পাপ থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন, أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى– وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى– وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى– ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى– 'আর একের বোঝা অন্যে বহন করবে না। আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত। আর তার কর্ম অচিরেই দেখা হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে *(নাজম ৫৩/৩৩-৪১)*। সুতরাং যাদের জন্য পাপ করা হচ্ছে তারা কখনই ক্বিয়ামতের মাঠে পাপের বোঝা বহন করবে না। অতএব সাবধান!

৬. পিতা বা সন্তান পারস্পরিক উপকারী : পারিবারিক বলয়ে কখনও অসুস্থ সন্তান পিতা-মাতার দ্বারা উপকৃত হয়। কখনও অসুস্থ বা বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তান দ্বারা উপকৃত হন। সুতরাং প্রয়োজনের তাগীদে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন। কুলাঙ্গার সন্তান দ্বারা পিতা-মাতা কখনও নির্যাতনের স্বীকার হন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا– 'আর বালকটির বিষয় এই যে, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, (বড় হয়ে) সে অবাধ্যতা ও কুফরীর মাধ্যমে তাদের উপর যুলুম করবে' *(কাহফ ১৮/৮০)*।

৭. উত্তম ভাষায় কথা বলা : মানুষের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলা উন্নত ব্যক্তিত্বের ভূষণ। এর মাধ্যমেই ব্যক্তির মাধুর্যতা ফুটে উঠে। ফলে একজন উত্তমভাষী ব্যক্তির সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ হ'লেও কর্কশভাষী ব্যক্তির সাথে তা সম্ভব হয় না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, 'তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৫৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 'মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথেও উত্তম ভাষায় কথা বলেতে হবে। ব্যথাতুর হয়ে তাদের সাথে এমন নম্র আচরণ করতে হবে যাতে তারা উহ শব্দটিও না করবে। আল্লাহ বলেন, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 'তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল' *(বনু ইস্রাইল ১৭/২৩)*। একইভাবে আল্লাহ পিতা-মাতার সাথে নম্রভাবে কথা বলার পাশাপাশি ফকীর, মিসকীনদের সাথে নম্রভাবে কথা বলতে বলেছেন, যাতে তারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়। তিনি বলেন, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

'এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাবে না' *(যোহা ৯৩/১০)*।

সুতরাং উত্তম ভাষায় কথা বলতে পারা একটি মহৎ গুণ। কেননা এই মহৎ গুণ অন্যের ভিতর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মূসা ও হারূন (আঃ)-কে ফিরআউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 'অতঃপর তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৪)*। সুতরাং নম্র ও উত্তম ভাষী হ'লে যেমন সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় জায়গা হবে। তদ্রুপ পরকালীন জীবনে জান্নাতের পথও সুগম হবে।

৮. উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা : কখনও যদি কারো সাথে বিতর্কের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 'আর কিতাবধারীদের সাথে তোমরা বিতর্ক করোনা উত্তম পন্থায় ব্যতীত। তবে তাদের মধ্যে যারা (তোমাদের উপর) যুলুম করে (তারা ব্যতীত) *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*। তবে বির্তক এগিয়ে চলাই শ্রেয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 'এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

৯. পারস্পরিক সদাচরণ ভুলে না যাওয়া : ইসলাম এক ভ্রাতৃপ্রতীম ধর্ম। এতে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সদাচরণ সর্বাবস্থায় বজায় রাখতে হবে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেন পারস্পরিক সদাচরণ যেন ভুলে না যাওয়া হয় সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– 'আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে থাক এবং তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ করে থাক, তবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক প্রদান কর। অবশ্য যদি স্ত্রীরা মোহর মাফ করে দেয় অথবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সেই স্বামী যদি মার্জনা করে। তবে মার্জনা করাটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পরের প্রতি সদাচরণকে ভুলে যেয়োনা। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*।

১০. পারস্পরিক মীমাংসা করে নেওয়া : পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক সময় মতপার্থক্যের কারণে দূরত্ব তৈরী হয়। আর এই দূরত্ব যতদূর সম্ভব মীমাংসার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উত্তম। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করে নেওয়া সম্পর্কে বলেন, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামী থেকে দূরত্ব ও উপেক্ষার আশংকা করে, তাহ'লে তারা পরস্পরে কোন সমঝোতায় উপনীত হ'লে, তাতে কোন দোষ নেই। আর মীমাংসাই উত্তম। (যদিও) মানুষ স্বভাবতঃ কৃপণ। তবে যদি তোমরা সদাচরণ কর এবং সংযমী হও, তাহ'লে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম বিষয়ে অবগত' *(নিসা ৪/১২৮)*।

আর এই ক্ষেত্রে (স্বামী-স্ত্রী) উভয় পক্ষ থেকে একজন করে মীমাংসার জন্য কাজ করবেন। আল্লাহ চাইলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের সকল বিষয়ে অবগত' *(নিসা ৪/৩৫)*।

সুতরাং একজন পূর্ণ মুমিনের জন্য পারস্পরিক কলহ মিটিয়ে নেওয়া অতীব যরূরী। আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*।

১১. মীমাংসা করে দেওয়া : মীমাংসা করে দেওয়া একটি মহৎগুণ। যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে উভয়পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, নিশ্চয়ই আমরা তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

(ক্রমশঃ)

[কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

মুহাম্মাদ আলী ফারকুস

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[আলজেরীয় সালাফী আলেম মুহাম্মাদ আলী ফারকুস (জন্ম-১৯৫৪খ্রি.) একজন একনিষ্ঠ দ্বীন প্রচারক ও সংস্কারক। তিনি সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর ঘুনে ধরা সমাজকে প্রকৃত দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁর মূল্যবান সময় দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁর খিদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে হায়াতে ত্বইয়েবাহ দান করুন।-আমীন]

নাম ও জন্ম : আবু আব্দুল মুঈয মুহাম্মাদ আলী বিন বুযায়েদ বিন আলী ফারকুস আল-কুব্বী। তিনি ২৯শে রবীউল আউয়াল ১৩৭৪ হিজরী মোতাবেক ২৫শে নভেম্বর ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আলজেরিয়ার প্রাচীন রাজধানী কুব্বাতে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে আল-কুব্বী বলা হয়। উল্লেখ্য যে, তার জন্মের বছরেই আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশ থেকে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

শিক্ষা ও কর্মজীবন : মুহাম্মাদ আলী ফারকুস ছোটবেলা থেকে ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কুরআনিক স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক মুহাম্মাদ আছ-ছগীরের নিকটে। এরপর তিনি রাজধানীর সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। শারঈ জ্ঞানার্জনের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ থাকলেও উপযুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিকেও তিনি 'আইন ও প্রশাসনিক বিজ্ঞান' বিষয়ে পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে নবীর শহর মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের সুযোগ পান।

তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে যখন কোন কিছু শিখতেন তখন বলতেন, 'আমি যদি আলজেরিয়ায় উড়ে গিয়ে মানুষকে এ বিষয়ে জানানোর পর আবারও মদীনায় ফিরে আসতে পারতাম'। তিনি প্রকৃত সংস্কারকদের মত পথভোলা মানুষদের সঠিক পথে আহ্বান জানানোর জন্য জ্ঞানার্জন শেষে ১৯৮২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'ইসলামী শিক্ষা ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যাপক ও পরিচালক। এরপর মুহাম্মাদ আলী ফারকুস পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য ১৯৯০ সালে মরক্কোর জামে'আ মুহাম্মাদ আল-খামেস, রাবাতে যান। পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের পর পুনরায় তিনি উক্ত ইন্সটিটিউটে ফিরে আসেন এবং অদ্যবধি সেখানে আছেন।

যাদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য লাভ করেন। শুধুমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় বরং মসজিদে নববীর বিভিন্ন হালাকায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেসময়ের সম্মানিত শায়খদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে ১. আতিয়াহ মুহাম্মাদ সালেম, তিনি মদীনার উচ্চতর আদালতের সম্মানিত বিচারক এবং মসজিদে নববীর সম্মানিত শিক্ষক। ২. আব্দুল কাদের শায়বাহ আল-হামদ, যিনি শরী'আ বিভাগের একজন সম্মানিত শিক্ষক। ৩. আবুবকর আল-জাযায়েরী, যিনি শরী'আ বিভাগের উলুমুত তাফসীরের শিক্ষক। ৪. মুহাম্মাদ আশ-শানক্বীতি, তিনিও শরী'আহ বিভাগের তাফসীর এবং মসজিদে নববীর কিতাবুস সুন্নাহ বিষয়ের একজন সম্মানিত শিক্ষক। ৫. শায়েখ আব্দুর রঊফ আল-লাবাদী, তিনিও শরী'আহ বিভাগের একজন সম্মানিত শিক্ষক।

এছাড়াও তিনি তৎসময়ের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তাদের মধ্যে শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বা'য ও শায়েখ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আনছারী অন্যতম। পাশাপাশি তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন থিসিস বিষয়ক আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন। যা সেখানকার সম্মানিত অধ্যাপক ও মাশায়েখগণের দ্বারা আলোচিত হ'ত। যার দ্বারা তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করতেন।

আক্বীদা ও দাওয়াতী জীবন : তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আত তথা সালাফী আক্বীদায় বিশ্বাসী। তিনি আলজেরিয়ায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ দাওয়াতের একজন গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহক। তিনি সালাফী মানহাযের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন এবং এর উপরেই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং শিরক-বিদআত ও বাতিল আক্বীদার মূলোৎপাটনে জন্য সর্বদা সচেষ্ট। একবার কিছু বিদ্বেষী ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করলে তিনি নির্ভীকচিত্তে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস জাতির সামনে তুলে ধরেন।

তিনি আল্লাহ্র ঘর মসজিদকে জ্ঞান বিতরণের উত্তম স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আলজেরিয়ার প্রাচীন রাজধানী কুব্বাতের 'আল-হেদায়াতুল ইসলামিয়াহ' মসজিদে ইবনু কুদামা আল-মাক্বদেসী (রহঃ)-এর 'রওযাতুন নাযেরা'-এর ব্যাখ্যাদান শেষ করেন। তিনি বাব আল-ওয়াদীতে অবস্থিত 'মসজিদে ফাতাহ'-এ ইবনু ইদ্রীসের 'মাবাদিউল উছূল'-এর ব্যাখ্যা শেষ করেন। বালকুরে অবস্থিত আহমাদ হাফীয মসজিদে 'আল-কাওয়ায়েদুল ফিক্বহিইয়াহ' দারস দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রগ্রামে অংশগ্রহণ করে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। যার অডিও রেকর্ড সংরক্ষণ আছে।

আলজেরিয়ায় তিনিই প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তার দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে 'আল-ইহইয়া' নামে সাময়িকী প্রকাশ করেন, যা তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

মুহাম্মাদ আলী ফারকুস সম্পর্কে বিদ্বানদের অভিমত :

(১) **আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ** 'রিফক্বান আহলুস সুন্নাহ বিআহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, জ্ঞানার্জনের পর যেন প্রত্যেক ছাত্ররা নিজ দেশে আহলে সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রচার করে। উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলজেরীয় বিদ্বান মুহাম্মাদ আলী ফারকুসের নাম উল্লেখ করেছেন।

(২) শায়খ রবী' বিন হাদী আল-মাদখালী : তিনি স্বীয় প্রবন্ধ 'হুকমুল মুযাহারাহ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে আরবের প্রসিদ্ধ দাঈদের নাম উল্লেখের পর আলজেরীয় ওলামাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি মুহাম্মাদ আলী ফারকুসের নাম উল্লেখ করেছেন।

(৩) শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আল-বার্রাক বলেন, আমি মুহাম্মাদ আলী ফারকুসের একটি প্রবন্ধ পড়েছি। সেখানে আমি মহামূল্যবান কিছু পেয়েছি।

(৪) শায়খ সা'দ বিন নাছের আশ-শিছরী বলেন, আমার কাছে মনে হয় ড. ফারকুস জ্ঞান, নৈতিকতা, সুন্নাহ এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে শরী'আহ বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা পণ্ডিত। তিনি তাদের মধ্যে একজন যারা তাঁর কথার ভাষ্যকার।

লেখনী সমূহ : তার বিভিন্ন ধরনের লেখনীর সমাহার আছে। তন্মধ্যে কিছু বিশ্লেষণমূলক এবং কিছু ব্যাখ্যামূলক। ফিক্বহী মূলনীতির ব্যাপারে তাঁর লেখনী সমূহ খুবই সূক্ষ্ম। তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থ হ'ল- ১. মানহাযুস সালাফ। ২. আল-ইখলাছ ৩. উদ্দাতুদ দাঈয়া ইলাল্লাহ। ৪. হুকমুল ইহতিফাল লিমাওলি খাইরিল আনাম। ৫. আহকামুল মাওলূদ। ৬. মাজালিসুল আবরার। ৭. আল-মিন্নাহ ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য কিছু তাহক্বীকৃত গ্রন্থ : ১. তাহক্বীক্ব তাক্বরীবুল উছূল ইলা ইলমিল উছূল। যা আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জুঝাঈ রচিত। ২. তাকক্বীক্ব আল-ইশারাতু ফী মা'রেফাতিল উছূল ওয়াল ওয়াজাঝাতি ফী মা'নাদ দালীল যা ইমাম আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী রচিত। ৩. যুল আরহামী ফী ফিক্বহিল মাওয়ারিছ। ৪. মুখতারাতুম মিন নুছুছিল হাদীছিয়াহ ফি ফিক্বহীল মুওয়ামালাতিল মালিয়াত।

ফিক্বহী কিছু গ্রন্থ : ১. তরীকুল ইহতিদায়ে ইলা হুকমিল ই'তিমামে ওয়াল ইক্বতিদায়ে ২. ফারায়েদুল ক্বাওয়ায়েদ লিহাল্লে মা'আকিদিল মাসাজিদ। ৩. আল-ইরশাদু ইলা মাসায়িলিল উছূল ওয়াল ইজতিহাদ। ৪. মাজালিসুত তাযকিরা আলা মাসায়িলি আ'রাসিল মিনহাজিন। ৫. আল-আদাতুল জারিয়া ফি আ'রাসিল জাযায়িরিয়াহ ইত্যাদি।

তাঁর বেশ কিছু ফ্রেন্স ভাষায় অনুবাদকৃত গ্রন্থ : 1. Les Mariages Coutumes et Jugements religieux. 2. La fonction du grand Imam, jugement et critères. 3. Recommandation Salafies 4. Le sommaire des oeuvres de la 'Umra et du Hadj. 5. Quarante questions sur les jugements du nouveau-né. etc.

মুহাম্মাদ আলী ফারকুস কুরআন ও হাদীছের বুঝ শ্রেষ্ঠ সালাফদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকেন। তিনি মানুষকে প্রচলিত রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ বা সমাজবাদের দিকে আহ্বান করেন না। বরং তার আহ্বান হ'ল قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

তিনি আলজেরিয়ার মাটিতে সমাজ সংস্কারে যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে দাওয়াতি পরিসরকে অগ্রগামী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁর হায়াতকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তার দাওয়াতী মিশনকে আরও বিস্তৃতি ও সফল করুন।- আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।

বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ

-আশরাফুল ইসলাম

উপস্থাপনা : জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়ার বিশুদ্ধ কোন দলীল পাওয়া না গেলেও অনেক সমাজে তা পড়া হয়। আবার সূরা ফাতিহা পড়ার দলীল থাকা সত্ত্বেও তা পড়া হয় না। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বাণী রয়েছে, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত হ'ল না'।[১] প্রথম কথা হ'ল জানাযা হ'ল ছালাতের নাম যা মৃত ব্যক্তির জন্য অন্যরা আদায় করে। যা অন্য ছালাতের মত না, এই ছালাতে কোন আযান, ইক্বামত, রুকু বা সিজদাহ ও তাশাহুদ নেই। তবুও এর নাম ছালাত। যেমনটা ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জানাযার ছালাতের নিয়ম' অনুচ্ছেদে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য (জানাযার) ছালাত আদায় কর'। অতঃপর তিনি বলেন, سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ 'নবী করীম (ছাঃ) একে ছালাত বলেছেন, অথচ এর মধ্যে রুকূ ও সিজদাহ নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম'।[২] নিম্নে যারা জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েন না তাদের দলীল ও তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

দলীল-১ : عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ– নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানাযার ছালাতে কোন ক্বিরাআত পড়তেন না'।[৩]

জবাব : প্রথমত এখানে ছানা পড়ার কোন দলীল নেই। তবে এই বর্ণনায় কয়েকটি উদ্দেশ্য হ'তে পারে। (১) তিনি জানাযার ছালাতে 'পড়েন নি' দ্বারা সূরা ফাতিহা, না কুরআনের অন্য কোন সূরা তা স্পষ্ট নয়। (২) এই হাদীছ দ্বারা রাসূল (ছাঃ) জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তেন না এমনটিও প্রমাণিত নয়। বরং এটি ইবনু ওমরের ব্যক্তিগত আমল। (৩) তিনি প্রত্যেক তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পড়তেন না। এমনটিও হ'তে পারে। যেমনটা ইমাম মাকহুল প্রথম দুই তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং ইমাম হাসান বছরী প্রত্যেক তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পড়তেন'।[৪]

দলীল-২ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ. وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ... আবু সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা জানাযার ছালাত কিভাবে পড়বেন তা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে (তার নিয়ম) জানাব। আমি মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন হ'তে জানাযার সাথে চলি। জানাযা যখন রাখা হয়, আমি তখন তাকবীর বলি এবং আল্লাহ্র হামদ ও তার নবীর উপর দরূদ পাঠ করি। তারপর বলি, আল্লাহুম্মা ইন্নাহু আব্দুকা...।[৭]

জবাব : প্রথমত এখানেও সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...ছানা পড়ার কোন স্পষ্ট দলীল নেই। এখানে হামদ বলতে আবু হুরায়রা (রাঃ) সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুই বোঝাননি *(মুসলিম হা/৩৯৫)*। আর সূরা ফাতিহার চেয়ে বড় হামদ আর কিংবা হ'তে পারে? এই হাদীছে সূরা ফাতিহা না পড়ার বিষয়ও স্পষ্ট নয়, যেমনটি এই হাদীছে একটি তাকবীরের কথায় উল্লেখ আছে। বাকী তাকবীরগুলো কি তাহ'লে দেওয়া লাগবে না? আবার শেষে সালামের কথাও উক্ত হাদীছে নেই, তাহ'লে কি সালাম ছাড়াই জানাযা শেষ হবে? যেখানে অন্য ছাহাবীগণ স্পষ্ট প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহা পড়া ও অন্যান্য বিষয়গুলো বলেছেন।

দলীল-৩ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةً وَلَا قَوْلًا، ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য জানাযার ছালাতে কোন ক্বিরাআত ও দো'আ নির্ধারণ করেননি'।[৮]

জবাব : ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নিজেই জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন'।[৯] তাহ'লে এটা স্পষ্ট যে, কোন ক্বিরাআত উপরন্তু এটি না বোধক দলীল। আর উসূল হ'ল হ্যাঁ বোধক না বোধকের উপরে প্রধান্য পাবে'।[৫] আরও উসূল হ'ল স্পষ্ট সুন্নাহর কাছে ছাহাবীর কথা, কাজের কোন মূল্য নেই'।[৬]

১. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২।
২. ছহীহুল বুখারীর পরিচ্ছেদ নং ৫৬।
৩. মুওয়াত্ত্বা হা/১৯, 'কিতাবুল জানায়েয' অধ্যায়।
৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৮ পৃ.।
৫. কাশ্শাফুল ক্বেনা' ৬/৪১২ পৃ.।
৬. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১ পৃ.।
৭. মুওয়াত্ত্বা হা/১৭।
৮. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৯০।
৯. মুনযির, আল-আওসাত্ব ৫/৪৩৮ পৃ.।

নির্দিষ্ট করেননি বলতে ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন ক্বিরাআত নির্দিষ্ট করেননি। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ছাহাবীর থেকে ভাল কে বুঝবে?

ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (রহঃ) বলেছেন, لَيْسَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ– 'কোন একজন ছাহাবী থেকে এটি স্পষ্ট প্রমান নেই যে, তিনি বলেন, জানাযাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েননি'।[১০]

তিনি আরও বলেন, وَنَعَمْ، نَحْنُ نَقُولُ: لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ– 'আর হ্যাঁ আমরা এটা বলছি, জানাযাতে কুরআনের অন্য কোন সূরা পড়া হ'ত না, ফাতিহা ছাড়া'।[১১] অর্থাৎ ছাহাবীদের বিষয়ে যে সকল আছার বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা কেনা' ক্বিরাআত করতেন না, এখানে কোন ক্বিরাআত বলতে উদ্দেশ্য হ'ল সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য ক্বিরাআত করতেন না।

দলীল-৪ : عن أبي هريرةَ، سمعتُ النبي صلّى الله عليه وسلم يقول إذا صلّيتُم على الميّتِ فأخلِصُوا له الدعاء– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা জানাযার ছালাত আদায়ের সময় মৃত ব্যক্তির জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে'।[১২]

জবাব : এই হাদীছের ব্যাখ্যাতে হানাফী ইমাম মুফতি তাকী উছমানী লিখেছেন, *حنفیہ کی دلیل میں عموماً ابوداود کی اک حدیث پیش کی جاتی ہے، إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء، لیکن اس سے استدلال درست اس کا مطلب اخلاص کے ساتھ دعا کرنا ہے نہ کہ فاتحہ نہ نہیں کیونکہ پڑھی جائے*– 'হানাফীদের দলীল হিসেবে আবু দাউদের একটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন মৃতের জানাযার ছালাত পড়, তখন তার জন্য ইখলাছের সাথে দো'আ কর। কিন্তু এই বিষয়ে এই হাদীছের দলীল দেওয়া ঠিক না। কেননা এই হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইখলাছের সাথে দো'আ করা, ফাতিহা না পড়া উদ্দেশ্য না'।[১৩]

ইমাম ইবনু হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.) এই হাদীছের বিষয়ে বলেছেন, لَوْ صَحَّ لَمَا مَنَعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ نَهْيٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ، وَنَحْنُ نُخْلِصُ لَهُ الدُّعَاءَ وَنَقْرَأُ كَمَا أُمِرْنَا 'যদি এই হাদীছ ছহীহও হয়, তবুও এই হাদীছ সূরা ফাতিহা পাঠ (ক্বিরাআত করতে) নিষেধ করে না। কেননা মৃতের ইখলাছের সাথে দো'আ করা অর্থ ক্বিরাআত করা নিষেধ নয়। আমরা ইখলাছের সাথে দো'আ করি আবার ক্বিরাআত পাঠ করি, ঠিক যেভাবে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে'।[১৪]

দলীল-৫ : ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة– 'ছাহাবীদের যারা সূরা ফাতিহা পড়েছেন, সম্ভবত তারা দো'আর নিয়তে পড়েছেন, তিলাওয়াতের নিয়তে না'।[১৫]

জবাব : এর জবাবে শুধুমাত্র দুইজন ইমামের কথা তুলে ধরা হ'ল, (১) ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, وفيه أن هذا ادعاء محض لا دليل عليه، واحتمال ناشيء من غير دليل، فلا يلتفت إليه– 'এখানে এগুলো হ'ল বিশুদ্ধ দাবী মাত্র, যার কোন দলীল নেই, আর সম্ভাবনা তো হ'ল দলীল ছাড়াই উদ্ভাবন, এদিকে ভ্রুক্ষেপ করার কোন দরকার নেই'।[১৬]

(২) ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ: لَعَلَّهُمْ قَرَءُوهَا عَلَى أَنَّهَا دُعَاءٌ كَذِبٌ بَحْت– 'যে ব্যক্তি বলেছে, সম্ভবত তা দো'আর নিয়তে পড়েছে, এটি মিথ্যা অপবাদ।'[১৭]

সূরা ফাতিহা না পড়ার বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। আর ছানা পড়ার বিষয়ে কোন জাল হাদীছও নেই। ছানা পড়ার এই রীতি চলছে সম্পূর্ণ ক্বিয়াসের উপর নির্ভর করে। ছহীহ বুখারীর স্পষ্ট হাদীছ থাকার পরে এসব ক্বিয়াসের কিইবা মূল্য থাকতে পারে? যেমনটি উল্লেখ করেছেন, তুহফাতুল আহওয়াযী লেখক ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ), আহকামুল জানায়েযের মধ্যে ইমাম আলবানী (রহঃ) প্রমুখগণ।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা ও হাদীছ চয়ন : হাদীছ শাস্ত্রের সম্রাট ইমামুল মুহাদ্দিছীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন, بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা'।[১৮]

আর তিনি প্রথমে এনেছেন, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ– তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু

১০. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩৫৩ পৃ.।
১১. প্রাগুক্ত ৩/৩৫৪ পৃ.।
১২. আবুদাঊদ হা/৩১৯৯।
১৩. তিরমিযী ৩/৩০৫ পৃ.।
১৪. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লাহ ৩/৩৫৩ পৃ.।
১৫. আয-যাওহারুন নাকি' ৪/৩৯ পৃ.।
১৬. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১ পৃ.।
১৭. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লাহ ৩/৩৫৩ পৃ.।
১৮. বুখারী (অধ্যায় ৬৫)।

'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন, (আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম) যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত'।[১৯] আর ছাহাবী যখন কোন বিষয়কে সুন্নাহ বলেন, তা মূলত রাসূল (ছাঃ)-এরই সুন্নাহ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে'।[২০]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাকী ওসমানী বলেছেন, *اور صحابی جب کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے اور اس لئے اس کی جو تاویلات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں اور یہ حدیث بہت سی احادیث مرفوعہ سے مؤید ہے۔* 'আর ছাহাবী যখন কোন আমলকে সুন্নাত বলে, তখন সেই হাদীছ মারফূ হয়ে যায়, আর এজন্য এই হাদীছের বিপক্ষে যত ব্যাখ্যা করা হয়েছে সব দুর্বল। আর এই হাদীছটি আরও অনেক মারফূ হাদীছ দ্বারা শক্তিশালী'।[২১]

এই হাদীছ উল্লেখ করার পরে ইমাম ছান'আনী (মৃত ১১৮২ হি.) লিখেছেন, والحديثُ دليلٌ على وجوب قراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ 'এই হাদীছ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়ার দলীল'।[২২]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা : ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ন্যায় সুনানুল আরবা'আর অন্যতম লেখক আবু ঈসা মুহাম্মদ ঈসা ইবনু তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি./৮২৪-৮৯২খৃ.) তিনি স্বীয় গ্রন্থে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে যা বর্ণনা'। আর তিনি প্রথম হাদীছ এনেছেন, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ– ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জানাযার ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন'।[২৩]

অতঃপর তিনি ২য় হাদীছ এনেছেন, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ– তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করলেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তাকে এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা দানকারী'।

অত্র হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ 'এই হাদীছটি হাসান ছহীহ। এই হাদীছ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একদল বিশেষজ্ঞ ছাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীর পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠকে তারা পছন্দ করেছেন। এই মত ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও।[২৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ– আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জানাযার ছালাতে সুন্নাত হ'ল প্রথম তাকবীর চুপেচুপে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর দিবে; শেষ তাকবীরে সালাম ফিরাবে'।[২৫] বুখারী, মুসলিমের শর্তে হাদীছটি ছহীহ। আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব ও জুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) হাদীছটির সনদ ছহীহ বলেছেন।

এছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর আম হাদীছ সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত নেই'।[২৬] আর জানাযাও একটি ছালাত। যেমনটি ইবনু ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া রুকন। নবী করীম (ছাঃ)-এর এ কথার জন্য যে, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত হ'ল না'। আর ছালাতুল জানাযা হ'ল ছালাত। যেমন আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলেছেন, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، 'তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কক্ষণই তাদের জন্য ছালাত পড়বে না' *(তওবা ৫/৮৪)*। আল্লাহ তা'আলাও এর নাম বলেছেন, ছালাত'।[২৭]

ছাহাবীদের মধ্যে ইবনু আব্বাস, মিসওয়ার, যাহহাক ইবনু কায়েস, আবু দারদা, ইবনু মাসঊদ ও আনাস (রাঃ)।[২৮] ইবনু যুবায়ের ও উবাইদ ইবনু উমাইর (রাঃ) প্রমূখ সূরা ফাতিহা পড়তেন বলে প্রমাণিত'।[২৯]

১৯. বুখারী হা/১৩৩৫।
২০. মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার ৫/৩০০ পৃ.।
২১. ইন'আমুল বারী খ ৪/৫০১ পৃ.।
২২. সুবুলুস সালাম ৩/২৯০ পৃ.।
২৩. তিরমিযী হা/১০২৬, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
২৪. তিরমিযী হা/১০২৭, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
২৫. নাসাঈ হা/১৯৯৩।
২৬. বুখারী হা/৭২০; মুসলিম হা/৭৬০।
২৭. শারহুল মুমতি' ৫/৪০১ পৃ.।
২৮. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩৫৪ পৃ.।
২৯. আল-মানহালুল আযবু ৯/৩৮ পৃ.।

বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (১৫-৯৪ হি.) বলেন, السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ تُكَبِّرَ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، 'জানাযার ছালাতে সুন্নাত হ'ল, তুমি তাকবীর দিবে অতঃপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়বে। তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করবে এরপরে তুমি মাইয়েতের জন্য ইখলাছের সাথে দো'আ করবে'।[৩০]

মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব (মৃ. ১২৪ হি.) বলেন, القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى 'মাইয়েতে জন্য ছালাতে প্রথম তাকবীরেই ক্বিরাআত পড়তে হয়'।[৩১] ইমাম মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.) বলেছেন, 'জানাযার ছালাতে তাকবীর দিবে। অতঃপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়বে। তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করবে অতঃপর তিনি দো'আর কথা উল্লেখ করেন'।[৩২]

মিশকাতুল মাছাবীহ এর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ মির'আতুল মাফাতীহ এর লেখক ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, والحق والصواب أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم؛ 'হক এবং সঠিক কথা হ'ল, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, যেমনটি ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যরা বলেছেন'।[৩৩] শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল ওছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, والفاتحة في صلاة الجنازة ركن জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া হ'ল রুকন'।[৩৪] শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেছেন, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব'।[৩৫]

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন, وهي جائزة عندنا أيضًا 'আমাদের নিকটেও সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয'।[৩৬] মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন সিন্ধী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন, ينبغي أن تكونَ الفاتحةُ أولى وأحْسنَ من غيرها من الأدعية، ولا وَجْه للمَنْع عنها 'অন্যান্য দো'আর চেয়ে ফাতিহা পড়ায় বেশী ভাল, বেশী উত্তম, এটি থেকে নিষেধের কোন কারণ নেই'।[৩৭]

পরিশেষে বলব, সূরা ফাতিহা হ'ল একটি শ্রেষ্ঠ দো'আ। যদি ধর্মীয় গোঁড়ামী বাদ দিয়ে এই সূরাটির অর্থ ও মর্ম বুঝার চেষ্টা করি, তাহ'লে এই সূরাটিই আমাদের দো'আ কবুলের অন্যতম মাধ্যম ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির অসীলা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ দ্বীন জানার ও তা মেনে চলার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[দক্ষিণ শালিকা, মেহেরপুর।

৩০. প্রগুক্ত ৩৫৩ পৃ.।
৩১. যাখিরাতুল ওক্বা ১৯/৩১৯ পৃ.।
৩২. আল-বাহরুল মুহীত ১৮/৪৪৭ পৃ.।
৩৩. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১ পৃ.।
৩৪. শারহুল মুমতি' ৫/৪০১ পৃ.।
৩৫. ইবনু বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/১৪৩ পৃ.।
৩৬. ফায়যুল বারী ৩/৫২ পৃ.।
৩৭. হাশিয়ায়ে সিন্ধি আলান নাসাঈ ৪/৭৫ পৃ.।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- ❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- ❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- ❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- ❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

হিজরী ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু সন
	চতুর্থ হিজরী সন	
১.	ইবনুল জারূদ	৩০৭ হিজরী
২.	ইবনু জারীর আত্ব-ত্বাবারী	৩১০ হিজরী
৩.	**মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মা**	৩১১ হিজরী
৪.	আবু বকর আল-খাল্লাল	৩১১ হিজরী
৫.	মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া রাযী	৩১১ হিজরী
৬.	আবু ইসহাক্ব আয-যাজ্জাজ	৩১১ হিজরী
৭.	আবুল ক্বাসেম আল-বাগাভী	৩১৭ হিজরী
৮.	ইবনুল মুনযির নাইসাপুরী	৩১৯ হিজরী
৯.	**আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত ত্বহাবী**	৩২১ হিজরী
১০.	আবু জাফর আল-উক্বায়লী	৩২২ হিজরী
১১.	ইবনু আবী হাতেম	৩২৭ হিজরী
১২.	**আবুল হাসান আল-আশ'আরী**	৩৩০ হিজরী
১৩.	মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ	৩৩১ হিজরী
১৪.	আবু জা'ফর আল-ফাসী	৩৩৮ হিজরী
১৫.	আবুল হাসান আল-কারখী	৩৪০ হিজরী
১৬.	**আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসত্বী**	৩৫৪ হিজরী
১৭.	আবু ত্বইয়েব মুতানাব্বী	৩৫৪ হিজরী
১৮.	আবুল ফারাজ আস্ফাহানী	৩৫৬ হিজরী
১৯.	আবুবকর মুহাম্মাদ আল-আজুর্রী	৩৬০ হিজরী
২০.	সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত্ব-ত্বাবারানী	৩৬০ হিজরী
২১.	আবু আহমাদ ইবনু 'আদী	৩৬৫ হিজরী
২২.	আবু-বকর আল-জাছছাছ	৩৭০ হিজরী
২৩.	আব্দুল জব্বার আল-খাওলানী	৩৭০ হিজরী
২৪.	আবুল মানছুর আযহারী	৩৭০ হিজরী
২৫.	হাকেম (আবু আহমাদ)	৩৭৮ হিজরী
২৬.	**আবুল হাসান আলী ইবনু ওমর দারাকুত্বনী**	৩৮৫ হিজরী
২৭.	আবু হাফছ ওমর আল-বাগদাদী	৩৮৫ হিজরী
২৮.	মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু নাদীম	৩৮৫ হিজরী
২৯.	আবুল ফাতহ ওছমান ইবনু জিন্নী	৩৯২ হিজরী
৩০.	আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনুল ফারেস	৩৯৫ হিজরী
৩১.	ইবনু মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব	৩৯৫ হিজরী
৩২.	বদী'উযযামান হামদানী	৩৯৮ হিজরী
৩৩.	আবুবকর আল-বাকিল্লানী	৪০৩ হিজরী
৩৪.	আবুবকর ইবনু ফাওরাক	৪০৬ হিজরী
৩৫.	আবু ইসহাক্ব আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ছা'আলাবী	৪২৯ হিজরী
	পঞ্চম হিজরী সন	
৩৬.	**আবু নু'আইম আস্ফাহানী**	৪৩০ হিজরী
৩৭.	আবুল হাসান আল-বাহুরী	৪৩৬ হিজরী
৩৮.	আবুল হাসান আলী ইবনু বাত্ত্বাল	৪৪৯ হিজরী
৩৯.	আবুল 'আলা আল মা'আর্রী	৪৪৯ হিজরী
৪০.	আল-মাওরিদী	৪৫০ হিজরী
৪১.	**ইবনু হাযম আন্দালুসী**	৪৫৬ হিজরী
৪২.	আবুবকর আল-বায়হাক্বী	৪৫৮ হিজরী
৪৩.	**আবু বকর আহমাদ ইবনু আলী খতীব বাগদাদী**	৪৬৩ হিজরী
৪৪.	**ইবনু আব্দিল বার্র**	৪৬৩ হিজরী
৪৫.	আবু ইসহাক্ব আস-সিরাজী	৪৭৬ হিজরী
৪৬.	আবুল মা'আলী আব্দুল মালেক জুওয়াইনী	৪৭৮ হিজরী
৪৭.	আবুল মুযাফফার আস-সাম'আনী	৪৮৯ হিজরী
	ষষ্ঠ হিজরী সন	
৪৮.	**আবু হামিদ আল-গাযালী**	৫০৫ হিজরী
৪৯.	আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ যামাখশারী	৫৩৮ হিজরী
৫০.	আলাউদ্দীন আস-সমরকন্দী	৫৩৯ হিজরী
৫১.	আবুবকর ইবনুল 'আরাবী	৫৪৩ হিজরী
৫২.	ক্বাযী আয়ায	৫৪৪ হিজরী
৫৩.	আবু সা'দ সাম'আনী	৫৬২ হিজরী
৫৪.	ইবনু 'আসাকির	৫৭১ হিজরী
৫৫.	আলাউদ্দীন আল-কা'সানী	৫৮৭ হিজরী
৫৬.	ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী	৫৮৯ হিজরী
৫৭.	বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী	৫৯৩ হিজরী
৫৮.	ইবনু রুশদ আল-হাফীদ	৫৯৫ হিজরী
৫৯.	আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী	৫৯৭ হিজরী
৬০.	আব্দুল গনী আল-মাক্বদেসী	৬০০ হিজরী

*[**সংকলন** : নাজমুন নাঈম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]*

হারামে জর্জরিত জীবন

-সারোয়ার মেছবাহ

ভূমিকা : আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে এমন অনেক হারাম কাজ জড়িত হয়ে গেছে এবং নিজেদেরকে আমরা তার সাথে মানিয়ে নিয়েছি যে, তা থেকে দূরে থাকা আমাদের সম্ভব নয়। এমনকি আমরা বিষয়গুলোকে হারামের স্তর থেকে উন্নীত করে এক রকম হালালের স্তরেই ভাবতে শুরু করেছি। অথচ এমন নয় যে, সেগুলো পরিত্যাগ করলে আমরা মারা যাব বা আমাদের জীবন-যাপন খুব বেশী বিপন্ন হবে অথবা আমরা খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হব। চাইলেই পরিত্যাগ করা যেত বা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেত। কিন্তু এ সমস্ত হারামের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সীমাহীন আগ্রহ। বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ, যুক্তি, অজুহাত দিয়ে সেগুলোকে বৈধ করার ব্যাপারে রয়েছে আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস। নিম্নে এমন কয়েকটি হারাম সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. সূদ : সূদ একটি মারাত্মক ধরনের অপরাধ। কিন্তু সেটাই বর্তমানে আমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-যাপনের সোপান। কেউ অসহায় মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে সূদে টাকা ধার দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হচ্ছে, কেউ একই অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে উদ্ধারের নাম করে বিভিন্ন ছোট-বড় ব্যাংক, এনজিও তৈরী করে শোষণ করছে, কেউ আবার ইসলামী ব্যাংক নাম দিয়ে ধর্মীয় আবেগপুষ্ট মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। আবার কেউ বিলাস বহুল বাড়ী-গাড়ি, রেফ্রিজারেটর কিংবা দামী সৌখিন আসবাব কিনতে লোন নিচ্ছে ব্যাংকগুলো থেকে। ব্যাংকের চাকুরীতে আকর্ষণীয় বেতন। তাই বিসিএসের পরে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় চয়েজ ব্যাংকের চাকুরী। ঘরের সিন্দুক থেকে টাকা বের করে যতটা হেফাযতের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হচ্ছি; তার চেয়ে বেশী টাকা বর্ধনের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত রাখছি। সূদের টাকায় হজ্জ করে হাজী আর ছাদাক্বা করে হচ্ছি দানবীর। দিনশেষে বলছি, সারা বিশ্ব সূদী অর্থনীতিতে চলছে। আমরা তো অপারগ! মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে বলছেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا– অর্থাৎ 'অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

সূদখোরের পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষী ও এর দলীল লেখক সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন'।[১]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ أُمَّهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হ'ল আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً– 'জেনেশুনে কোন ব্যক্তি সূদের এক দিরহাম ভক্ষণ করা ৩৬ বার যেনা করা থেকেও বড়'।[৩]

২. ঘুষ আদান-প্রদান : সূদকে বলা হয় 'ইন্টারেস্ট' আর ঘুষের অপর নাম 'স্পিড মানি'। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধাপে ধাপে স্পিড মানি ছাড়া কোন ফাইলই হস্তান্তর হয় না। তাই আজ অসহায় সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কোথায় ঘুষ নেই? সামান্য বাসের সামনের সিট পাওয়ার জন্যও আমরা অবলীলায় ঘুষ দেই! মানুষের জীবনের সাথে ঘুষ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকার কারণে ঘুষের বলে অযোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্যস্থানে আসীন হচ্ছে। দেশের ভঙ্গুর এই অবস্থা দূরীভূত করার লক্ষ্যে দুদক গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, যারা দুর্নীতি বন্ধ করবে তারা নিজেরাই দুর্নীতিতে সর্বাধিক জড়িত! তাই তো কবি বলেছেন,

রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে কে দেবে তারে শিক্ষা?

ফুক্বাহায়ে কেরাম যুলুম থেকে বাঁচা বা নিজ অধিকার আদায়ের জন্য ঘুষ প্রদানের বৈধতা দিয়েছেন। তবুও সেক্ষেত্রে আমরা ঠিক কতটুকু অপারগ সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ঘুষ ছাড়া চাকুরী যদি জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হয় তবে শুধুমাত্র কয়েক হাযার টাকা বেশী বেতনের জন্য ঘুষ প্রদান করে চাকুরী নেওয়া কখনোই শরীয়তসম্মত নয়। অথচ আমরা ঘুষ দিচ্ছি, সিস্টেমকে দোষারোপ করছি আর বলছি আমরা অপারগ! আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের

১. আবুদাঊদ হা/৩৩৩৩; ইবনে মাজাহ হা/২২৭৭।

২. ইবনে মাজাহ হা/২২৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৫৮।

৩. আহমাদ হা/২২০০৭; মিশকাত হা/২৮২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৫৫।

সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ– আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন'।[৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'কিছু লোক আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত'।[৫]

৩. বিবাহ অনুষ্ঠান : বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যে একটি পবিত্র বন্ধন। এটি নিছক কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয় বরং একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মীয় নির্দেশনা মেনে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানকে আমরা সামাজিক সংস্কৃতি মনে করার কারণে কবুল বলার সময় ছাড়া এর মধ্যে কোন ধর্মীয় লেশমাত্র নেই। বেশীরভাগ বিবাহ অনুষ্ঠানে পর্দা-পুশিদার কোন বালাই নেই। গান-বাজনা, নাচানাচি আর গায়ে হলুদের নামে অবাধ বেহায়াপনায় ভরপুর। তবুও আমরা সেখানে যাচ্ছি। সরাসরি বেহায়াপনায় অংশগ্রহণ না করলেও পাশে চেয়ার পেতে বসে সবকিছু উপভোগ করছি। দিনশেষে অপারগতা দেখিয়ে সামাজিকতা আর সম্পর্ক রক্ষার দোহাই দিচ্ছি। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ– আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় জন্মাবে যারা রেশমী কাতান এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাজনা করা হালাল মনে করবে'।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন'।[৭]

ছাহাবায়ে কেরাম গান-বাজনাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। সেজন্য গানের আওয়াজ শুনলে তাঁরা কানে আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করে এলাকা ত্যাগ করতেন'।[৮] একদিন আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বাড়ীতে দাওয়াত দিলেন। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-এর বাড়ীর পর্দায় ছবি দেখে দাওয়াত না খেয়ে ফিরে গেলেন'।[৯] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف 'আমরা ঐ ওয়ালীমাতে যাই না, যাতে তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে'।[১০] সুতরাং যে সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে বেহায়াপনা হয় সে অনুষ্ঠান আমাদের সামাজিকভাবে বর্জন করা উচিত।

৪. ছবি-মূর্তি : ইসলামে মানুষ কিংবা প্রাণীর ছবি অঙ্কন, বিভিন্ন মূর্তির রূপদান ও স্থাপন করা হারাম। ছবি-মূর্তির বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। ছবি-মূর্তি বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো বিশ্লেষণ পূর্বক ওলামায়ে কেরাম ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করাকে হারাম বলেছেন। তবে বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে তোলা চলে। সে হিসাবে পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, পলাতক আসামী ধরার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি বাধ্যগত ও যরূরী কারণে ছবি তোলা জায়েয'।[১১]

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় যরূরী কারণ পরিবর্তন হয়ে নিত্য প্রয়োজনে রূপলাভ করেছে। এমনকি মুর্দা দাফন করতে গিয়েও মানুষ মৃত ব্যক্তির সাথে সেলফি উঠায়! সেকারণে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সতর্ক করে বলছেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ– 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সব থেকে শক্ত শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরী করে'।[১২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরী করেছে (ক্বিয়ামতের দিন) সে গুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। ইবনু আব্বাস বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরী করতে হয়, তাহ'লে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরী কর যার মধ্যে প্রাণ নেই'।[১৩]

৫. মিথ্যা বলা : মিথ্যা বলা বর্তমান সময়ে একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যেভাবে হরহামেশা মিথ্যা বলে তাতে বুঝা যায় না যে, মিথ্যা একটি মারাত্মক ধরনের পাপ। অথচ একটু চেষ্টা করলেই এ পাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের নিকট এ বিষয়টি গুরুত্বহীন। বরং এই মিথ্যাকে কেউ হাতিয়ার বানিয়েছে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য। কেউবা কিছু ফায়দা হাছিলের জন্য। আবার এটা কারও স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অথচ ন্যায় বলার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বানী, قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا 'তিক্ত হলেও ন্যায় কথা বলবে'।[১৪]

৪. আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; আহমাদ হা/৬৯৮৪।
৫. বুখারী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/৩৯৯৫।
৬. বুখারী হা/৫৫৯০; আবুদাঊদ হা/৪০৩৯।
৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২১৫১৮; মিশকাত হা/৪৫০৩।
৮. আবুদাঊদ হা/৪৯২৪।
৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৫৯; নাসাঈ হা/৫৩৫১।
১০. আদাবুয যিফাফ, ১৬৫-৬৬ পৃ.।
১১. মাসিক আত-তাহরীক, ১৭/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩, প্রশ্নোত্তর ২৮/১০৮।
১২. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯।
১৩. বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৪৪৯৮।
১৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬১; ছহীহুত তারগীব হা/২২৩৩, ২৮৬৮; মিশকাত হা/৪৮৬৬।

তথাপি মিথ্যা এমন এক পাপ যা উপহাসচ্ছলেও বলা বৈধ নয়। এমনকি কাউকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কৌতুক করে বলাও বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ– 'সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নিশ্চিত যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস'।[১৫]

এমনকি শিশুদের ভোলাবার জন্য মিথ্যা বলাও বৈধ নয়। অথচ এভাবেই আমরা শিশুদেরকে মিথ্যায় অভ্যস্ত করে তুলি এবং মিথ্যার প্রতি তাদের ঘৃণার অনুভূতি নষ্ট করে দেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে একটা জিনিস দিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করছ? আমার মা বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহ'লে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হ'ত'।[১৬]

মনে রাখা আবশ্যক যে, মিথ্যা দ্বারা কখনই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এর পরিণতি ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না' *(মুমিন ৪০/২৮)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا– 'তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা অনাচারের পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[১৭]

৬. গীবত : গীবত একটি নীরব ঘাতক পাপ, যা ছওয়াবকে নিঃশেষ করে দেয়। অথচ সমাজে এই পাপের প্রচলন সবচাইতে বেশী। বর্তমানে এটি জনপ্রিয় টেবিলটকের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সর্বত্র স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটি স্বভাবসুলভ আচরণ। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে বসেও আমরা এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হই না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই পাপ থেকে বাঁচতে পারে। গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'পরস্পরের পিছনে গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدِّرْهَمَ يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبا أعْظَمُ عندَ اللهِ في الخَطيئةِ مِنْ ستٍّ وثَلاثينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرجُلُ، وإنَّ أرْبَى الرِّبَى عِرْضُ الرجُلِ المسْلِمِ– 'কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ'ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা'।[১৮] সুতরাং মানুষ কথা-বার্তায় একটু সচেতন হ'লে খুব সহজেই গীবত নামক এই ভয়াবহ পাপ থেকে বাঁচতে সক্ষম।

শেষ কথা : নিজেদের আমলের বিষয়ে অনুশোচনা আসলেও অপারগতার অজুহাত দিয়ে অনুশোচনাকে দাবিয়ে রাখি। আল্লাহ্‌র আযাবের কথা না ভেবে অসীম ক্ষমা ও রহমতের কথা ভেবে তাঁর নিকট তওবা করি। অথচ মনে রাখা দরকার যে, কোন কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা সম্ভব না হ'লেও তাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে লিপ্ত হওয়া বৈধ হয়ে যায় না। তাই কষ্টের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হ'লেও আমাদেরকে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে, যদি আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ ঈমানদার বলে বিশ্বাস করি এবং পরকালের চিরস্থায়ী অনাবিল সুখের আবাস জান্নাতে নিজেদেরকে কল্পনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় হারাম থেকে আত্মরক্ষার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : শিক্ষার্থী, দাওরায়ে হাদীছ, ৩য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

১৫. তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৮৩৪; হাদীছ হাসান।
১৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৯১; আহমাদ হা/১৫৭৪০; মিশকাত হা/৪৮৮২।
১৭. মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।
১৮. ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১, সনদ ছহীহ।

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

আলিয়া উম্মে রাইয়ানের ইসলাম গ্রহণ

[লণ্ডনের বাসিন্দা আলিয়া উম্মে রাইয়ান ১৯৯৯ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ২০১০ সালে 'সোলেস ইউকে' নামে একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অসহায়া নারীদের সাহায্য করে থাকে। ২০২২ সালে তিনি পেঙ্গুইন নামক একটি প্রকাশনার অনুরোধে 'রামাযানের অনুচিন্তন (Ramadan Reflections)' শিরোনামে একটি বই লেখেন। তিনি ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে যুক্তরাজ্যে দাওয়াতী কাজ করছেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তার মা তাকে ত্যাগ করে। তার জীবনে নেমে আসে একাকীত্বের কালো মেঘ। তিনি জীবন যুদ্ধে হেরে যান কিন্তু টিকিয়ে রাখেন ঈমান। নিম্নে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হ'ল।]

আমার জন্ম এবং বেড়ে উঠা পূর্ব লণ্ডনে। পূর্ব লণ্ডনের এই অংশে বাংলাদেশী মুসলমানদের বসবাস। সে কারণে মুসলিমদের অনেক কাছ থেকে দেখেছি। আমি মূলত মিশ্র বর্ণের। আমার মা ইতালিয়ান এবং বাবা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

আমি খ্রিষ্টান পরিবারে বেড়ে উঠেছি। আমি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতাম। আমার মা আমাকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সব সময় উৎসাহিত করতেন। আমি অল্প বয়স থেকেই আমার ধর্মের মূল ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করতাম। আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আবেগ ও ঝোঁক কাজ করত। সে কারণে এই ধর্ম আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ত না। এখানেই একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এক সময় আমি এ বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম।

আমার বাবা জন্মগত মুসলিম ছিলেন। আমার দাদাও মুসলিম ছিলেন। আমার জন্মের বহু পূর্বে আমার দাদা মারা যান। তার মৃত্যুর পর আমার বাবা ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যখন লণ্ডনে আমার মায়ের সাক্ষাৎ পান তখন অমুসলিম ছিলেন। সে কারণে আমার জীবনে ইসলামের কোন চিহ্নই ছিল না। আমার মা আমাকে চার্চে নিয়ে যেতেন। আমি পূর্ণ আবেগ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করতাম। কিন্তু ইবাদতের পদ্ধতি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে, আমি সৃষ্টিকর্তার সন্তানের ইবাদত কিভাবে করতে পারি? একই সময় তিনি একবার সৃষ্টিকর্তার সন্তান, আবার তিনি নিজেই সৃষ্টিকর্তা অথচ তিনি আমারই মত একজন মানুষ! আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কিভাবে মানুষ মানুষের ইবাদত করতে পারে। খুব অল্প বয়স থেকেই এটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ত না। আমার মনে আছে একদিন আমি চার্চে গিয়ে বিষয়টি পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, তুমি শুধু বিশ্বাস রাখ। তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম এ বিশ্বাস আমার জন্য নয়।

আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন থেকেই আমি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট ছিলাম। আমার ঘরের জানালা দিয়ে বিপরীত দিকের ভবনের নিচ তলার অস্থায়ী মসজিদে ছালাত আদায়ের দৃশ্য দেখা যেত। ছালাতীদেরকে রুকূ, সিজদাহ করতে দেখে আমার খুবই ভাল লাগত। সে দৃশ্য দেখার জন্য আমি বারবার সেখানে ছুটে যেতাম। দুর্ভাগ্যবশত সে সময় আমার বাড়ীর পরিবেশ খুব খারাপ ছিল। আমার বাবা-মা সব সময় ঝগড়া করতেন। তারা থামত না, অনবরত লেগেই থাকত। একদিন আমার বাবা-মায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছিল। আমি দৌড়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। সেখানে একটা শাল ছিল যেটা আমার মায়ের কোন এক পাকিস্তানী সহকর্মী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটা আমি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার উপরে সিজদায় পড়ে গেলাম। আমি সৃষ্টিকর্তাকে বারবার বলতে থাকলাম, দয়া করে তাদের ঝগড়া থামিয়ে দিন। সে সময় আমার কোন ধারণা ছিল না আমি কি করছি। আমি মসজিদে যা দেখেছিলাম শুধু তারই অনুকরণ করেছিলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা আমার কথা শুনছেন। কেননা এটি এমন একটি অবস্থান যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী হওয়া যায়। সেটাই ছিল আমার জীবনে ইসলামের প্রথম অভিজ্ঞতা।

এরপর একদিন আমি স্কুল থেকে বাড়ী এসে শুনলাম আমার এক ক্লাসমেট রাস্তা পারাপারের সময় রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে। তখন আমার বয়স ১০ বছর। তার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকা হয়েছিল। আমাদের ক্লাসে বেশ কয়েকজন নন-মুসলিম ছিল। আমি আমার মাকে অনুরোধ করলাম আমাকে যেতে দেওয়া জন্য। আমার মা রাযী হয়ে গিয়েছিলেন। আমি আমার সোমালিয়ান বেস্ট ফ্রেন্ড লায়লাকে বলেছিলাম, আমাকে একটা স্কার্ফ ধার দেবে? সে আমাকে একটা স্কার্ফ ধার দিল আর সেটা পরে আমি তার সাথে মসজিদে চলে গেলাম। সেখানে আমিই একমাত্র অমুসলিম ছিলাম। আমরা প্রথমে যোহরের ছালাত আদায় করলাম তারপর জানাযার ছালাত। সেদিন যোহরের ছালাতে যখন আমি সিজদাহ করছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমি আমার রবের নৈকট্যে পৌঁছে গেছি। সেই একই অনুভূতি যা আমি দুই বছর আগে পেয়েছিলাম। আর এটা ছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা।

আমার বাড়ীর পরিবেশ দিন দিন অনেক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সাংসারিক ঝামেলা পিছু ছাড়ছিল না। আমি মানসিকভাবে খুবই প্রভাবিত হচ্ছিলাম। ঠিক এই সময় আল্লাহ তা'আলা আমার হেদায়েতের জন্য একজনকে পাঠালেন। সে ছিল আমার সেকেণ্ডারি স্কুলের বান্ধবী। সে ক্লাসের অন্যান্য মুসলিমদের চেয়ে একটু আলাদা ছিল। সে অন্যান্যদের চেয়ে ইসলামী জীবনযাপনে বেশী অভ্যস্ত ছিল। তার পারিবারিক সমস্যা আমার পরিবারের চেয়েও খারাপ ছিল। তার মাকে প্রায় প্রতিদিনই মারধর করা হ'ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বান্ধবী একটুও বিচলিত ছিল না। সে অদ্ভুত শান্ত ছিল। আমি ভাবতাম, তার বাড়ীর পরিস্থিতি আমার পরিস্থিতির থেকেও অনেক খারাপ। আমি ভেঙ্গে পড়েছি কিন্তু সে কি করে নিজেকে ধরে রেখেছে? আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কিভাবে তুমি সফল? সে উত্তর

দিয়েছিল, এত কিছুর পরেও আমার ঈমানই আমাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করে। এ উত্তর শোনার পর তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। তার সাথে আমার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হ'তে লাগল। আমি ইসলাম নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কিছু প্রবন্ধ পড়লাম, ক্যাসেটে বক্তব্য শুনলাম এবং কুরআন পড়া শুরু করলাম। মূলত একটি বিশেষ অহংকার নিয়েই কুরআন পড়া শুরু করেছিলাম। আমি আমার বান্ধবীকে রক্ষা করার জন্য কুরআনে অসঙ্গতি খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল হিজাব পরা ঠিক নয়। হিজাব তাকে একটি সফল ক্যারিয়ার তথা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অর্জন করতে বাধা দিচ্ছে। একদিকে দেখতাম তার বিশ্বাস (ইসলাম) তাকে সুন্দর ও শান্তির অনুভুতি দিচ্ছে আর অন্যদিকে এই বিশ্বাসই তাকে সীমাবদ্ধ করছে। তাকে যেন পেছনে বেঁধে রেখেছে। আমরা প্রতিদিন এটা নিয়ে বির্তক করতে শুরু করলাম। যত সময় এগোতে লাগল আমি ততই বিষয়গুলো মেনে নিয়ে হেরে যাচ্ছিলাম। আমার হৃদয় পাল্টে যাচ্ছিল। আমি এর মধ্যে কোন ভুল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি যা কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম তাহ'ল এক মহৎ জীবন ব্যবস্থা। যা গ্রহণ করা ছাড়া কোন পথ নেই। এটাই আমাকে ভীত করে তুলেছিল। ভয় আমাকে আষ্টেপিষ্ঠে ঘিরে ধরল। এক পর্যায়ে আমার সেই বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম। প্রবন্ধ ও পত্রিকাগুলো ছিঁড়ে ফেললাম। ক্যাসেটগুলো ফেলে দিলাম। কুরআন সরিয়ে রাখলাম। এটা আমার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছিল। আমি জানতাম যা বিশ্বাস করছি সেটা মানতে গেলে আমার জীবনকে পাল্টাতে হবে। আমি বলতে পারি না যে আমার জীবনটা খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু স্বাধীন ছিলাম। আর নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করা খুব সহজ নয়। তাই সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্লাস বিরতিতে আমার আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু কোন এক অজানা ভয়ে আমি মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। আসলে আমি তখন শুধু ইসলাম নিয়েই ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম ঐ সমস্ত বিষয়ে যা আমি অনুসন্ধান করে পেয়েছি। স্রষ্টার অস্তিত্ব, কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যবাণী নিয়ে শুধুই ভাবছিলাম। এই ভাবনাগুলো যেন আমার উপর বোমাবাজি করছিল। একদিন আমি যেখানে থাকতাম সেখানে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। এক রাস্তায় পৌঁছালাম যেটা আমি সব সময় পার হই। আমি গ্রীন সিগন্যালের জন্য তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম সবাই রাস্তা পার হচ্ছে কিন্তু আমি পার হ'তে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমার পা দুইটা মাটিতে গেঁথে গেছে। আমি চিন্তা করছিলাম, যদি এ রাস্তা কিংবা অন্য রাস্তা পার হ'তে গিয়ে কোন গাড়ি এসে আমাকে ধাক্কা দেয় আর আমি যে সত্য জেনেছি সেটা জেনেই মারা যাই তাহ'লে আমার কী হবে? এই চিন্তা আমাকে জাগ্রত করল। আমি রুমে ফিরে এসে আমার বান্ধবীকে কল দিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

একদিন আমি বাসায় পৌঁছালাম, দরজায় নক করলাম আর মা দরজা খুলে দিলেন। আমি হিজাব পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার মা আমার দিকে বিভ্রান্তের মত তাকালেন। বললাম, আমি মুসলিম হয়ে গেছি। তিনি ভাবলেন হয়ত এটা একটা পর্যায়। আলহামদুলিল্লাহ ২৪ বছর ধরে আমি এই পর্যায়ে টিকে রয়েছি। ইসলাম গ্রহণের প্রথম কয়েক বছর জীবনটা খুব কঠিন ছিল। আমি আমার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের হারালাম। আমার মায়ের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সে সময় আমার মায়ের সাথে আমার অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমার মা তখন নতুন একটা সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। সে ব্যক্তি ইসলামকে অনেক ঘৃণা করত। সে আমার মাকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। মাত্র ১৭ বছর বয়সের তরুণীর জন্য এ সময়টা ছিল অনেক যন্ত্রণাদায়ক। যে সময়ে আপনজনের সহযোগিতা সব থেকে বেশী প্রয়োজন, সে সময় একদিন মা আমাকে বললেন, আমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছি, আমার আর তোমাকে প্রয়োজন নেই। তোমার মা হয়ে থাকার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তুমি তোমার রাস্তা দেখে নাও। একজন সন্তানের জন্য স্বীয় জন্মদাতা মায়ের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া খুবই পীড়াদায়ক। খুবই কঠিন মুহূর্ত ছিল এটা।

আমার মাথার উপরে ছাদ ছিল না, নিজের চারপাশে প্রতিরোধ ছিল না, অর্থ উপার্জনের কোন রাস্তা ছিল না। আমি সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। মুসলিম কমিউনিটির এক দল থেকে অন্য দলের কাছে হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম। আমি আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভুগছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি এক গর্ত থেকে উঠে অন্য গর্তে পড়েছি। এক পর্যায়ে অবস্থা এত খারাপ হয়ে দাঁড়াল যে, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হ'তে হয়েছিল। আমি আমার মাকে কল দিয়ে বলেছিলাম, আমাকে এখান থেকে বাড়ী নিয়ে নিয়ে যাও। আমি ইসলাম প্র্যাক্টিস করা বন্ধ করে দিলাম। হিজাব খুলে ফেললাম। ছালাত পড়া বন্ধ করে দিলাম এবং মুসলিম কমিউনিটি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। যদিও তখনও আমি আমার বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম। আমি মুসলিম হয়েছিলাম যুক্তিসঙ্গত জায়গা থেকে। তবুও আমাকে ছাড়তে হয়েছিল কারণ আমি যে সমস্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম সেগুলো ছিল আমার জন্য খুবই কঠিন। আমি পরীক্ষায় টিকতে পারি নি।

আমি একটা চাকুরী পেলাম। তখন আবার বাড়ী থেকে চলে গেলাম। আবারও স্বাধীন হয়ে গেলাম। কিন্তু সব সময় অনুভব করতাম আমি যা করছি তা ঠিক নয়। এভাবে আমার কয়েক বছর কেটে গেল। এক পর্যায়ে হৃদয়ের সেই শূন্যতা আবারো অসহনীয় হয়ে উঠল। কারণ আমি জানতাম, যেভাবে আমি জীবন যাপন করছি তা আমার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আর তাই ধীরে ধীরে আবার ইসলামের দিকে ফিরতে শুরু করলাম। কুরআন পড়ছিলাম, ছালাত পড়া আরম্ভ করলাম, হিজাব পরলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি উন্নতি করছিলাম। এটা আমার আর আমার রবের মধ্যকার সুন্দর সম্পর্কের মুহূর্ত ছিল।

এক সময় আমার মায়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। তিনি ধীরে ধীরে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি ভাল পাঠক ছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে পড়া শুরু করলেন এবং আমাকে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আমি ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাবস্থায় আমার মা আমাকে কল দিয়ে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। অবশেষে তিনিও শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

[সূত্র : ইন্টারনেট]

উটের মহানুভবতা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ

অনেক দিন আগের কথা। একদা এক শিয়াল একটি গ্রাম থেকে পালিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে অন্য গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে একটি নেকড়েকে যেতে দেখল। শিয়াল নেকড়ের কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করল। তাতে সে বুঝতে পারল, ঐ গ্রামের মানুষের ভেড়ার পাল পাহারা দেয়া কুকুরগুলো নেকড়েকে ভেড়ার কাছে ঘেষতে দেয় না। সেকারণে নেকড়ে মনের দুঃখে দূরে কোন গ্রামে চলে যেতে চাচ্ছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকা একটি উট দেখতে পেল। বিনা পরিশ্রমে উটের কাছে গিয়ে বলল, তুমি না গৃহপালিত পশু? মানুষ তো তোমাকে খাবার খাওয়ায়, তারপরেও এই জঙ্গলে ভবঘুরের মত ঘুরছো কেন? উট জবাব দিল, কেউ কাউকে বিনা পরিশ্রমে এমনিতেই খাবার দেয় না। যদি মানুষ কাউকে মাগনা খাবার দিত তবে সেটা পশুকে না দিয়ে মানুষকেই দিত। তাহ'লে আর পৃথিবীতে এত ক্ষুধার্ত মানুষ থাকত না। তোমরা যে আমাকে শুকনা খড় দিতে দেখ, সেটা আমার পশমের জন্য, দুধের জন্য, গোশতের জন্য এবং আমাকে দিয়ে বোঝা বহন করানোর জন্য। তোমরাও যদি এরকম বোঝা বহনের কাজ করতে চাও তাহ'লে সে খাদ্য তোমাদেরও দেবে। বাস্তবে আমি গৃহপালিত পশু। কিন্তু যতক্ষণ গৃহের মানুষের সাথে কাজ আছে ততক্ষণ। যখন বেইনছাফি আর জোর-যবরদস্তির মুখোমুখি হব, তখন আমিও ভয়ংকর রূপ ধারণ করব। তোমরা উটের প্রতিশোধের কথা শোনো নি? আসলে যতক্ষণ আমি মানুষের মধ্যে ইনছাফ দেখব ততক্ষণ শান্ত, সহনশীল ও অনুগত পশু। যদি একটা ইঁদুরও আমার লাগাম ধরে টানে তখন সে যেদিকে নিয়ে যাবে আমি তার সাথে সেদিকেই যাব। দিন-রাত কাজ করব, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় থাকব, পানি ও ঘাস ছাড়া মরুভূমি পদদলিত করব, বোঝা বহন করব, কাঁটার আঘাত খাব কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। কিন্তু এখন আমার এই ভবঘুরের মত বেড়ানোর কারণ হ'ল, আমার মনিবের ভেতর কোন ইনছাফ নেই। আমাকে দিয়ে বোঝা বহন করায়, চাবুক মারে এবং একটুও বিশ্রামের সুযোগ দেয় না। তাই আমিও রেগে গিয়ে বনে চলে এসেছি। কাজের তো একটা সীমা আছে। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন এরকম ছোটলোকের জোর খাটানো কেন সহ্য করব? আমিও উট, সবার বড়।

নেকড়ে বলল, এটা কোন কথা না। হয়ত তোমার চেয়ে কেউ ছোট হ'তে পারে কিন্তু তার জ্ঞান-বুদ্ধি তোমার থেকে বেশী। অথবা সে এমন কোন কাজ পারে যা তুমি পার না। তখন তোমার এই বিশাল মাংসল দেহ থেকে লাভ কী?

উট বলল, বিশাল মাংসল দেহ বোঝা বহনের জন্য, কারও জোর-যবরদস্তি কথা শোনার জন্য নয়।

শিয়াল বলল, উট ঠিক বলেছে। এখন এসব কথা বাদ দাও। এখন আমরা কোথায় যাব, কি করব সেটা ভাবা যাক। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের কারও সাথে কোন খাবার নেই। আমাদের দুপুরের ও রাতের খাবার কোথায় থেকে পাব?

নেকড়ে বলল, চিন্তা কর না। যার মুখ আছে সে কখনো অভুক্ত থাকবে না। যেখানেই হোক কিছু না কিছু পাওয়া যাবে।

শিয়াল বলল, তাহ'লে আমরা কথা দেই যে, গ্রামে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা এই সফরে পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকব।

উট হেসে বলল, যে সমস্ত পশুরা সারাক্ষণ গ্রামের চিন্তায় বিভোর থাকে তাদের জন্য আমার ঘৃণা হয়। গ্রাম আমার জন্য শুধু কুলিগিরির স্থান আর তোমাদের জন্য লাঠির আঘাত খাওয়ার স্থান। আল্লাহ্‌র সমস্ত নে'মত বনে রয়েছে। গ্রামের মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস বন-জঙ্গল ও পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে। গ্রামে কিছুই নেই। তুমিও যদি মোরগ ও ভেড়া খাওয়ার চিন্তা না করে আমার মত লতা-পাতা খেতে তাহ'লে নিশ্চিন্তে থাকতে। আমার গ্রামের সাথে কোন কাজ নেই। এখন যেহেতু আমরা একই পথের পথিক সেহেতু এই সফরে এক সাথেই থাকছি।

অতঃপর তারা অনেক পথ হাঁটল। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত দেহ নিয়ে একটি টিলার গর্তে জমে থাকা পানির কাছে গেল। গর্তের কিনারায় পৌঁছানোর সাথে সাথে নেকড়ে পরিষ্কার একটি পাথরের উপর এক টুকরা রুটি দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে বলল, এই দেখ! বলেছিলাম না যার মুখ আছে সে অভুক্ত থাকে না? এই দেখ পানি আর রুটি পেয়ে গেলাম। শিয়াল ও উট গিয়ে দেখল কোন মুসাফিরের দল সেখানে তাবু গেড়েছিল বিধায় ভাঙ্গা পাত্র, খড়, ছাই ও এ জাতীয় জিনিসের সাথে এক টুকরা রুটি পড়ে আছে।

উট বলল, ভালই হ'ল। আমরা তিনজন কিন্তু মাত্র এক খণ্ড রুটি। যদিও কম তবুও আগামীকাল পর্যন্ত যেন ক্ষুধায় মারা না যাই তার জন্য যথেষ্ট।

নেকড়ে বলল, এই রুটি প্রথমে আমি পেয়েছি তাই আমার।

শিয়াল বলল, এটা হবে না। এই রুটিকে অবশ্যই তিন ভাগ করব। প্রকৃতপক্ষে এই রুটি আমার খাওয়া উচিত। কারণ উট ঘাস খেয়ে থাকতে পারে, নেকড়ে শিকার ধরতে পারে। সব দিক থেকে আমার হক বেশী। কিন্তু যেহেতু আমরা বন্ধু তাই অবশ্যই রুটি তিন ভাগ হবে।

নেকড়ে বলল, শিয়ালের কথা ঠিক। আসলেই উট ঘাস খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইদানীং আমি শিকারই পাচ্ছি না। উটকেও শিকার করে খেতে পারি কিন্তু সেটা করতে চাই না। তাহ'লে লটারী করা যাক, যার নাম উঠবে সে একাই রুটি খাবে। তাতে অন্তত একজন পরিতৃপ্ত হবে। পূর্বপুরুষরা বলত, একশটা খারাপ শহরের চেয়ে একটা আবাদী গ্রাম শ্রেষ্ঠ।

এ পর্যায়ে উট রেগে উত্তর দিল, মুখ সামলিয়ে কথা বলো আর আমার সাথে সাহস দেখাতে এসো না। তোমার মত ছোট প্রাণীর উটকে শিকার করার মত ক্ষমতা নেই। যদি তোমার মাথায় এক লাথি মারি তাহ'লে মাটির সাথে মিশে যাবে। এক থাপ্পড় দেব তো সত্তর বার ঝুলতে থাকবা তারপর এই পাহাড় থেকে পড়ে যাবা। যাহোক আমি কিন্তু লটারীর বিরোধী। কারণ লটারী অন্ধ বিশ্বাস। এর মাধ্যমে প্রকৃত হকদার নির্বাচন করা যায় না। বোঝাই যাচ্ছে তোমাদের উদ্দেশ্য প্রতারণা করা। সুতরাং রুটি আমি খাব, কারণ আমি সবার বড় এবং বড়কে শ্রদ্ধা করা আবশ্যক।

নেকড়ে উটের কথায় ভয় পেয়ে বলল, ঠিক আছে তুমি বড়। কিন্তু আমরা কীভাবে বুঝবো তুমি বড়? বুদ্ধিতেই বড়'র পরিচয়।

উট বলল, না, বড়ত্ব দেহের গঠন ও উচ্চতায় প্রকাশ পায়। যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় না তখন জোর যার মুল্লুক তার। আসলে আমি জোরাজুরি করে রুটি খেতে চাচ্ছি না।

শিয়াল বলল, ঝগড়া করো না। আমি আমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছি। যদি বুদ্ধিমত্তায় বড়ত্ব প্রকাশ পায় তাহ'লে রুটি আমার হওয়া উচিত। কারণ আমার চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কেউ নেই। এখন আমার মাথায় একটি পরিকল্পনা এসেছে যার মাধ্যমে রুটি কে পাবে সেটা নির্ধারণ করা যাবে। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের অতীতের সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করব। যার ঘটনা সুন্দর হবে সে রুটি খাবে। এটা করলে কেমন হয়?

নেকড়ে বলল, এটা হবে না। কারণ প্রত্যেকের কাছে তার নিজের অতীত সুন্দর। সামান্যতম অংশ হ'লেও তার পসন্দের জায়গা থাকবে। যদি আমি আমার ঘটনাকে আনন্দদায়ক দাবি করি আর তুমি সেটা গ্রহণ না কর, তখন আবার নতুন বিতর্ক শুরু হবে। তাই ভাল হয় যে, আমরা উটের কথা সম্মানের সাথে মেনে নিয়ে নিজেদের জন্ম সাল বলি। যার বয়স বেশী হবে সে এই রুটি খাবে।

শিয়াল বলল, ভাল পরামর্শ। উট এই পরামর্শ গ্রহণ করে বলল, তাহ'লে শুরু কর। কে আগে জন্ম সাল বলবে?

শিয়াল তো ধোঁকাবাজির জন্য বিখ্যাত। সে প্রস্তাব দিল আগে নেকড়ে বলুক। সে মনে মনে ভাবল, এসবের মানেই হয় না। নেকড়ে যে বয়স বলবে আমি তার বেশী বলব। উটকে কথার প্যাঁচে ফেলে ধোঁকা দিয়ে রুটি খেয়ে ফেলব।

উট শিয়ালের কথায় সম্মতি দিল। এবার নেকড়ে বলল, আমার বাবা তার নিজের লেখা বইয়ের শেষ পাতায় যেদিন দো'আমূলক কিছু বাক্য লিখেছিল, তার সাত দিন পূর্বে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তখন আমার মা আমাকে জন্ম দেন!

এই কথা শুনে বিস্ময়ে উটের মুখ হা হয়ে গেল। কিন্তু শিয়াল এই কথাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। আমারও মনে পড়েছে। ঐ রাতে যখন তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয় তখন আমি বাতি জ্বালিয়ে তোমাদের ঘর আলো করে দিয়েছিলাম। ঐ সময় আমার বয়স ছিল ১০ বছর।

উট নিজের বন্ধুদের এমন মিথ্যা আজগুবি কথা শুনে বুঝতে পারল তার আর কিছু বলার ভাষা নেই। সে তখন রুটির টুকরাটা মুখে নিয়ে এক লুকমা খেয়ে বলল, আমি প্রথমে রুটি খেতে চাইনি কারণ আমার খাবার হ'ল ঘাস। আমি চেয়েছিলাম তোমরা ইনছাফ কর এবং সত্য কথা বল। যদি আমি রুটি ভাগেও পেতাম তবুও তোমাদের দিয়ে দিতাম। কিন্তু যেহেতু এখন তোমরা প্রতারণা করেছ সেহেতু শুনে রাখ, আমার এই দেহ একদিনে তৈরী হয়নি। আমি গত রাতে জন্মগ্রহণ করিনি। তোমাদের বহুপূর্বে আমার জন্ম। দুনিয়ার বহু কিছু দেখেছি। সুতরাং কে বড় তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে গেল।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত।]

শিক্ষা : গল্পটির মধ্যে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। গল্পটি ঈষৎ হাস্যরসাত্মক হ'লেও বন্য পশুদের ভাষায় সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আমরা জীবনের প্রয়োজনে শক্তিশালী পশুকে বশে এনে গৃহস্থালি নানান কাজে ব্যবহার করি। অনেকাংশেই তাদেরকে সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা দেই, কারণে-অকারণে প্রহার করি, অভুক্ত রাখি এবং সঠিকভাবে পরিচর্যাও করি না। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, অবলা পশু শক্তিশালী হ'লেও তার কষ্ট লাগা, অতিরিক্ত ভার সহ্য করতে না পারা, ক্লান্তিবোধ, বিশ্রাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির অনুভূতি রয়েছে। ফলে বাস্তবে আমাদের দ্বারা এ সমস্ত গৃহপালিত পশু যুলুমের শিকার হয়। আসলেই তারা যদি কথা বলতে পারত তাহ'লে নিশ্চিত এই গল্পের উটের মতই আমাদেরকে যালেম বলত। সুতরাং গৃহপালিত পশুও আমাদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত, বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে মিথ্যাচারিতা, প্রতারণা এবং স্বার্থপরতা থাকা উচিত নয়। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্বার্থহীনতা এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা রাখতে হবে। যা এই গল্পের উটের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার অন্য দুই বন্ধুর মধ্যে এই গুণাবলী ছিল না বিধায় উট তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য গল্পের শেষাংশে নিজেই রুটিটি খেয়ে ফেলে।

আল্লাহ আমাদের এই গল্পের শিক্ষা বাস্তব জীবনে মেনে চলার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

আল্লাহ্‌র নিকট তওবা

-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

ফাতেমা খুব মেধাবী ও সচ্চরিত্রা মেয়ে। বুদ্ধিদীপ্ততা ও সদাচারণের কারণে প্রতিবেশীদের নিকট সে সর্বদা প্রশংসিত হয়। তার পিতা-মাতাও তার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একদিন একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটল, যা দেখে তার মা হতবাক হয়ে গেলেন।

একদিন প্রতিবেশী এক ভদ্রমহিলা তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। তাকে দেখে তার মা সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ফাতেমা তার জায়গায় চুপচাপ বসে থাকল। প্রথমে এ আচরণে তার মা কিছুটা বিস্মিত হ'লেও তেমন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে তার সাথে কুশল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ফাতেমা তাঁর সাথে মুছাফাহা না করে উদাসীন হয়ে বসে রইল।

ফাতেমার এমন অনাকাঙ্খিত আচরণে তার মা বিস্মিত হলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, ওঠো, তোমার খালাকে সম্মান কর। ফাতেমা তার মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে এমন ভাব করল, যেন সে শুনতেই পায়নি। প্রতিবেশী মহিলা এতে খুবই দুঃখ পেলেন এবং তার হাত গুটিয়ে নিলেন। তিনি এটাকে চূড়ান্ত অপমান মনে করে চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন এবং বললেন, সম্ভবত আমি ভুল সময়ে চলে এসেছি।

ভদ্র মহিলা চলে যাওয়ার উপক্রম হ'লে ফাতেমা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং তার হাত ধরে কপালে চুমু দিল। অতঃপর বলল, আমাকে মাফ করে দিন খালা! আল্লাহ্‌র কসম আমি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করতে চাইনি। সে তার দিকে সম্মান ও সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিল এবং তাকে বসার অনুরোধ জানাল। সে বলল, আপনি তো জানেন খালা! আমি আপনাকে কত ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি।

অনেক অনুনয় করে ফাতেমা তার প্রতিবেশীর রাগ কমাতে ও তার মনে সৃষ্ট ব্যথা মুছে ফেলতে সক্ষম হ'ল। কিন্তু তার মা তখনো তার দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে ভদ্রমহিলা ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ফাতেমাও তাঁকে বিদায় দানের জন্য দাঁড়াল। সে তার এক হাত মুছাফাহার জন্য বাড়িয়ে দিল এবং অন্য হাত দিয়ে ভদ্রমহিলার ডান হাত ধরল। যেন সে বুঝাতে চাইল, তার প্রসারিত হাতই স্বাভাবিক। প্রথমবার তার হাত না বাড়ানো ভুল ছিল। সে যেন এতে কষ্ট না পায়। ভদ্রমহিলা তাকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার প্রতি আমার কোন দুঃখ নেই। আমি বিশ্বাস করি তুমি ইচ্ছা করে অসদাচরণ করোনি।

ভদ্রমহিলার প্রস্থানের পর ফাতেমার মা তাকে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কীসে তোমাকে এই আচরণে বাধ্য করল? ফাতেমা বলল, আমি জানি, আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন মা! আমাকে ক্ষমা করুন! তার মা বললেন, তিনি তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরও তুমি মুছাফাহা না করে কেন? চুপচাপ তোমার জায়গায় বসে থাকলে। ফাতেমা বলল, মা! আপনিও তো এমন কাজ করেন। তার মা চিৎকার করে বললেন, তুমি কী বলছ? আমি এমন করি? ফাতেমা বলল, হ্যাঁ, আপনি দিন-রাত এমন আচরণ করেন।

ঝাঁঝালো কণ্ঠে তার মা বললেন, আমি দিন-রাত কী করি? ফাতেমা বলল, কেউ তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে তুমি তাঁর দিকে হাত বাড়াও না। প্রায় চিৎকার করে তার মা বললেন, কে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, যাকে আমি ফিরিয়ে দিই? ফাতেমা বলল, আল্লাহ, মা। আল্লাহ আপনার দিকে দিনে-রাতে তওবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু আপনি তওবা করেন না। আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসেন না।

ফাতেমার কথায় তার মা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। ফাতেমা আবার বলতে শুরু করল, আমি প্রতিবেশীর দিকে মুছাফাহার জন্য হাত বাড়াইনি তাই আপনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমিও প্রতিদিন যখন দেখি, আল্লাহ আপনার দিকে দিন-রাত হাত প্রসারিত করছেন, কিন্তু আপনি তওবা করছেন না তখন খুব ভয় পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রাতে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। আবার তিনি দিনে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। তিনি এভাবে করতে থাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে (ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে)' *(মুসলিম হা/২৭৫৯)*। ফাতেমা তার মাকে বলল, দেখেছেন আল্লাহ আপনার দিকে প্রতিদিন দুইবার হাত বাড়িয়ে দেন। অথচ আপনি আপনার হাত গুটিয়ে রাখেন। তওবার মাধ্যমে আপনার হাত বাড়িয়ে দেন না। ফাতেমার কথা শুনে মায়ের চোখ কান্নায় ভিজে গেল।

ফাতেমা আরও বলল, আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করি। আপনি ছালাত আদায় করেন না। অথচ আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব গ্রহণ করবেন। আপনার ছালাতের হিসাব সঠিক না হলে কি পরিণতি হবে তা একবার ভেবে দেখেছেন? আর আপনি বেপর্দা হয়ে বাড়ির বাইরে যান। অথচ আল্লাহ পর্দা ফরয করেছেন। প্রতিবেশীর প্রতি আমার আচরণে আপনি যেমন অপমানবোধ করেছেন, আপনার এভাবে বেপর্দা চলাফেরা সম্পর্কে আমার বান্ধবীরা যখন জানতে চায় তখন আমারও এমন অপমান বোধ হয়।

মায়ের দু'গাল বেয়ে তখন অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল। ফাতেমাও তার মায়ের সাথে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর সে উঠে তার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, আমি তওবা করছি, প্রভু! আমি তওবা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে?' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

শিক্ষা : প্রিয় পাঠক! আপনি যখন এই আয়াতটি পড়ছেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। আপনার মনের অবস্থাও তিনি জানেন। তিনি আপনার তওবার অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ আমাদের তার দিকে তওবাকারীরূপে দেখতে চান বিশেষ করে আমাদের সুস্থ-সবল ও নিরাপদ অবস্থায়। তওবা করার সুযোগ আপনার কাছে আর নাও আসতে পারে। আগামী বছর এই সময়ের পূর্বে আপনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০২৪ পরিচিতি

*[ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা চারটি সামরিক বিজয় সাধিত হয়েছিল বদর, হিত্তীন, আইনে জালূত ও কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের প্রান্তরে। এর প্রতিটিই ইসলামের ইতিহাসে কেবল নতুন অধ্যায়ই রচনা করেনি, বরং বিশ্ব ইতিহাসেই নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের বিশ্ববিজয়ী শক্তির হওয়ার পিছনে এই চারটি বিজয় ছিল মূল নিয়ামক। ইসলামের ইতিহাসের এই প্রাতঃস্মরণীয় চারটি যুগান্তকারী রণাঙ্গন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৪।]*

১. বদর রণাঙ্গন :

ইসলামের ইতিহাসে 'কুফর ও ইসলামের মধ্যে ফায়ছালাকারী' প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় মদীনা থেকে ১৬০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ঐতিহাসিক বদর ময়দানে। এই যুগান্তকারী যুদ্ধ হয় হিজরতের প্রায় ১৯ মাস পর ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ শুক্রবার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সরাসরি নেতৃত্বে এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ছিলেন প্রসিদ্ধ মতে ৩১৩ জন। যারা সবাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। পুরো মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া ও ৭০টি উট। অপরপক্ষে কুরায়েশ বাহিনীতে ছিল ১০০০ প্রশিক্ষিত সৈন্যসহ ২০০ ঘোড়া ও অসংখ্য উট। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন এবং কাফেরদের পক্ষে সেনাপতি আবু জাহল সহ ৭০ নিহত হয়। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম এই যুদ্ধ ছিল মুসলিম বিজয়ের মাইলফলক এবং পরবর্তীকালে ইসলামের বিশ্ববিজয়ী শক্তি হিসাবে আবির্ভাবের শুভ সূচনা।

২. হিত্তীন রণাঙ্গন :

বর্তমান ইস্রাঈলের গালীলী হ্রদের নিকটবর্তী ফিলিস্তীনের প্রাচীনতম তাবারিয়া শহর, যা আল-কুদস শহর থেকে ১৯৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই শহরেরই হিত্তীন নামক স্থানে সংঘটিত হয় ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় যুদ্ধ, যা হিত্তীনের যুদ্ধ হিসাবে খ্যাত। এই যুদ্ধক্ষেত্রে দুই চূড়াবিশিষ্ট একটি পাহাড় রয়েছে। মুসলিম-খৃষ্টান দু'শ বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ইতি ঘটে ঐতিহাসিক এই রণাঙ্গনে। ১৫ হিজরী মোতাবেক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে প্রায় ৫ হাযার নবীর কর্মস্থল বলে খ্যাত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ১০,১৬২ বর্গমাইল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত জেরুযালেম সর্বপ্রথম মুসলমানদের অধিকারে আসে। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত বছর মুসলিম শাসনাধীনে থাকার পর তৎকালীন মুসলিম শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ১০৯৯ সালে খৃষ্টান ক্রুসেডাররা জেরুযালেম দখল করে। এসময় তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডে জেরুযালেমের মুসলিম জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মুসলমানদের ১ম ক্বিবলা আল-আক্বছা জামে মসজিদকে গীর্যায় পরিণত করা হয়।

এর প্রায় একশ' বছর পর ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে মিসরের বিখ্যাত সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী হিত্তীন ময়দানে সম্মিলিত খৃষ্টান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে জেরুযালেম উদ্ধারের পথ সুগম করেন। এই যুদ্ধে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী পরাজিত খৃষ্টান বাহিনীর প্রতি মানবতার যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন,

তা বিশ্বের ইতিহাসে নযীরবিহীন। এরপর থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জেরুযালেম প্রায় ৭৩০ বছর মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। অতঃপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটচালে ফিলিস্তীনের বুকে 'ইস্রাঈল' নামক অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেই থেকে ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে মুষ্টিমেয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলছে নিয়মিত রক্তের হোলিখেলা। অদ্যাবধি জেরুযালেমে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ফিরে আসেনি। বরং ফিলিস্তীন ভূখণ্ড এখন বিশ্বের বৃহত্তম কারাগারে পরিণত হয়েছে। যা মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে এক স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন হয়ে নিয়মিত রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে।

৩. আইনে জালূত রণাঙ্গন :

৩রা সেপ্টেম্বর ১২৬০। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে হিত্তীনের মহাবিজয়ের অর্ধশত বছর পর ফিলিস্তীনের মাটিতে সাধিত হয় আরেক যুগান্তকারী বিজয়, যা মোঙ্গলদের অপ্রতিরোধ্য হামলা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছিল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বর্তমান ফিলিস্তীনের নাবলুস ও বীসান শহরের মধ্যবর্তী আইনে জালূত নামক স্থানে। ১২০৬ সালে মোঙ্গলিয়ায় সূচিত মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান সমগ্র সাইবেরিয়া ও চীন দখল করার পর বিশ্বজয়ের নেশায় পশ্চিমের দেশগুলো দখল করার জন্য সৈন্য পরিচালনা

করেন। মোঙ্গলবাহিনী ঝড়ের গতিতে একের পর এক মধ্যএশিয়া ও পারস্যের বহু শহর জয় করার পর বাগদাদে উপনীত হয়। ১২৫৮ সালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের তাণ্ডবে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। নিহত হন শেষ আব্বাসীয় খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ। এরপর তারা ঝড়ের গতিতে সিরিয়ার আলেপ্পো, দামেশকসহ বিভিন্ন শহর দখল করে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়।

তখন মিসরের শাসক ছিলেন মামলূক সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয। তিনি আত্মসমর্পণ না করে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এই যুদ্ধে সিরিয়া থেকে তাঁর সাথে যোগ দেন দুঃসাহসী সেনাপতি ও পরবর্তী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স আল-বুন্দুক্বদারী। মোঙ্গলরা জর্ডান নদী পার হ'লে সাইফুদ্দীন কুতুয ফিলিস্তীনের জাযরীল উপত্যকার আইনে জালূত নামক স্থানে তাদেরকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ফাঁদে ফেলে ঘেরাও করে ফেলেন। রুকনুদ্দীন বাইবার্স অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে মোঙ্গল বাহিনীকে তছনছ করে দেন এবং তাদের পিছু পিছু প্রায় ৩০০ কি.মি. ধাওয়া করে পুরো বাহিনীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেন। মুসলমানদের এই বিজয়ের ফলে মোঙ্গলদের জয়যাত্রা পুরোপুরি থেমে যায়। এই যুদ্ধেই মুসলমানরা ইতিহাসে প্রথমবারের মত বারুদ ব্যবহার করে। পরবর্তীতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হালাকু খান পুনরায় মিসর ও সিরিয়া আক্রমণ করতে আসলে দুর্ধর্ষ বীর রুকনুদ্দীন বাইবার্স প্রতিটি যুদ্ধে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। ফলে মুসলিম দেশগুলি মোঙ্গলদের বিধ্বংসী অপতৎপরতা হ'তে রক্ষা পায়। এজন্য রুকনুদ্দীন বাইবার্সকে 'দ্বিতীয় ছালাহুদ্দীন' বলা হয়।

৪. কনস্টান্টিনোপল রণাঙ্গন :

কনস্টান্টিনোপল (কুসতুনতুনিয়া) দুর্গের অবস্থান ছিল বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে ৭ম ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ (১৪৩২-১৪৮১ খৃ.)-এর নেতৃত্বে এই দুর্গ জয়ের মাধ্যমে তৎকালীন পরাশক্তি রোমান তথা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জয় এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর মধ্যে কেবল তুরস্ক নয়, বরং সমগ্র পাশ্চাত্যের দ্বার মুসলমানদের জন্য খুলে যায় এবং পশ্চিম ইউরোপের বসনিয়া পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রলম্বিত হয়। ভৌগলিক ও অন্যান্য কারণে খৃষ্টান ক্রুসেডারদের কাছে কনস্টান্টিনোপল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী। ত্রিভুজাকৃতির এই নগরীর উত্তরে গোল্ডেন হর্ণ, পূর্বে বসফরাস প্রণালী, দক্ষিণে মর্মর সাগর শহরটিকে দিয়েছিল প্রাকৃতিক সুরক্ষা। সেই সাথে শহরের চারিদিকে ৪০ ফুট উঁচু আর ৬০ ফুট পুরু দেওয়াল শহরটিকে দিয়েছিল অজেয় অবস্থান। ফলে এই শহর অবরোধের পর সুলতান মুহাম্মাদ যখন বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সটানটাইনকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন, তখন স্বভাবতই তিনি উদ্ধতভাবে সেটি প্রত্যাখ্যান করেন।

যুদ্ধ শুরু হ'লে মুসলমানরা তৎকালীন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যাসিলিকা কামান দিয়ে আক্রমণ শুরু করেও সুবিধা করতে পারল না। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ এক অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত নিয়ে পাহাড়ের উপরে গাছের গুড়ি রেখে তার উপর দিয়ে এক রাতে ৭০টি জাহায বসফরাস থেকে অপরপ্রান্তে গোল্ডেন হর্ণে পার করলেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। অবশেষে টানা ৫৩ দিনের যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হ'ল। মাত্র ২১ বছর বয়সী সুলতান মুহাম্মাদ বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। শহরের নতুন নাম দিলেন 'ইসলামবুল' বা 'ইসলামের শহর'। তাঁর নামের সাথে যুক্ত হ'ল আল-ফাতেহ বা বিজয়ী। এভাবেই ঐতিহাসিক কনস্টান্টিনোপল বিজয় ওছমানীয় খেলাফতকে যেমন স্থায়িত্ব দিয়েছিল, তেমনি সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদেরকে এক দুর্জয় পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
► আম (মৌসুমি)
► লিচু (মৌসুমি)
► সকল প্রকার খেজুর
► মরিচের গুঁড়া
► হলুদের গুঁড়া
► আখের গুড় (মৌসুমি)
► খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
► খাঁটি মধু
► খাঁটি গাওয়া ঘি
► খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
► খাঁটি সরিষার তৈল
► খাঁটি জয়তুনের তৈল
► খাঁটি নারিকেল তৈল
► খাঁটি কালো জিরার তৈল
► নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

মানবতার এপিঠ-ওপিঠ

(১)

৩রা সেপ্টেম্বর'২৩ রবিবার, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটি গামী আন্তঃনগর চিলাহাটি এক্সপ্রেস (৮০৫) ট্রেনে বরাবরের মতই পিছন থেকে টিকিট চেকিং শুরু করি। সাথে ছিলেন জনাব বেলাল হোসেন (টিটিই, পার্বতীপুর)। সকাল থেকেই মনটা আজ খুব ভাল। অনেকদিন পর রেল ভবনে প্রিয় স্যারের সাথে দেখা হ'লে প্রায় ৩৪ মিনিট আলাপ-আলোচনা হ'ল। তিনি মন থেকে অনেক বিষয়ের সন্দেহ দূর করে দিলেন। যথারীতি আমরা টিকিট চেক করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 'জ' কোচে আসার পর এক ভদ্রলোক জানালেন যে, 'ঘ' কোচের একটি রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সাথে সাথে আমার পেছনের গার্ড সিফাত হোসেনকে জানালাম যে, দ্রুত পিএ অপারেটরকে এনাউন্সমেন্ট করতে বলেন। যরূরী ভিত্তিতে 'ঘ' কোচের জন্য একজন ডাক্তার প্রয়োজন। সিফাত ভাই দ্রুত মাইকিং এর ব্যবস্থা করলেন। 'জ' কোচ থেকে একজন ডাক্তারকে দ্রুত সামনের দিকে যেতে দেখলাম। 'চ' কোচ থেকে একজন শিক্ষানবিশ মহিলা ডাক্তার এবং দু'জন নার্স পাওয়া গেল। সবাই দ্রুত 'ঘ' কোচের দিকে গেলেন। ডাক্তার ছাহেব রোগীর রক্তপাত দেখে যরূরীভাবে হাসপাতালে নেওয়ার কথা জানিয়ে রাখলেন। দ্রুত এক যাত্রী ৯৯৯-এ কল দিলেন। ৯৯৯ আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর দিলেন। অ্যাম্বুলেন্সের সাথে কথা হ'ল উনারাও রেডি।

মহিলা যাত্রীটি গর্ভবতী ছিলেন। ট্রেনেই তার রক্তপাত শুরু হ'লে চার মাসের বাচ্চাটা গর্ভেই মারা যায়। 'ঘ' কোচের মহিলা যাত্রীরা সম্পূর্ণ জায়গাটা কাপড় দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। মহিলা ডাক্তার, নার্সরা ডাক্তার ছাহেবের পরামর্শ মেনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিন সিটের চেয়ারের সারিটা সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল অপারেশন থিয়েটার। স্বামী বেচারা হতচকিত হয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন। একজন যাত্রী জানালেন উনার পকেটে মাত্র ১২০০ টাকা আছে। তৎক্ষণাৎ সব যাত্রীরা যে যার মত ফাণ্ড সংগ্রহ করা শুরু করলেন। প্রায় ৫ হাযার টাকা রোগীর স্বামীর হাতে তুলে দেয়া হ'ল। বেশ কিছুক্ষণ পর শুনলাম, আল্লাহ্র রহমতে মহিলার পেট থেকে মৃত বাচ্চাটি বের করা হয়েছে।

ডাক্তার ছাহেব সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, রোগী এখন অনেকটা বিপদমুক্ত। কিন্তু রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। মহিলা যাত্রীরা নিজেদের ব্যাগ থেকে কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সহযোগিতা করলেন। রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে। সেই স্যালাইন, হেক্সিসল, ডেটল সবই যাত্রীরা যার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে সাহায্য করলেন। আমার চাকুরি জীবনে এটি চতুর্থ ঘটনা। কিন্তু অন্য ঘটনাগুলোর চেয়ে এই ঘটনায় যাত্রীদের এমন সহযোগিতা অভূতপূর্ব মনে হ'ল। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। একটি বারও রোগী ও তার স্বামীকে মনে করতে দেয়া হয় নি যে, তারা তাদের বিপদে নিকটজনের সাথে নেই। ট্রেনের সব যাত্রীই যেন আজ তার আপনজন।

সবকিছু যখন অনেকটা স্থিতিশীল। তখন দুশ্চিন্তা শুরু হ'ল আর একটি বিষয় নিয়ে। যরূরী ভিত্তিতে কিছু ওষুধ প্রয়োজন। ডাক্তার ছাহেব ওষুধ লিখে দিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানবদরদি ঈশ্বরদীর টিটিই জনাব আব্দুল আলীম ভাইয়ের কথা। সেদিন রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। তবুও তিনি প্রেসক্রিপশন পেয়ে নিজেই ওষুধের দোকানে গিয়ে সব ওষুধ কিনে রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে ঈশ্বরদী বাইপাস কেবিন স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে পাঠালেন। ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশনে ট্রেন থামলে ওষুধ নিয়ে ডাক্তার ছাহেবের হাতে পৌঁছে দেয়া হ'ল। তরুণ এই ডাক্তার অনেকবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। পুরো রেলওয়েকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। ডাক্তার ছাহেব সমস্ত পথ রোগীর পাশেই ছিলেন। তখন আমার মনে পড়ল প্রিয় স্যারের একটি কথা। যা সদ্যই তাঁর মুখ থেকে শুনে আসলাম, 'টিটিইদের কাজের অনেক প্রভাব পড়ে যাত্রীদের উপর। সেটা মন্দ কাজই হোক, কিংবা ভাল কাজ'।

এরই মাঝে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসিও জনাব ফারহান মাহমূদ স্যারকে সমস্ত ঘটনা অবগত করে রাখলাম। পথে যদি রোগীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হয় তাহ'লে যেন যরূরী কোন পদক্ষেপ নিতে পারি এবং গৃহীত সব পদক্ষেপ সম্পর্কে তাকে জানিয়ে রাখলাম। তিনি কোন রকম সমস্যায় পড়লে যোগাযোগ করার জন্য আশ্বস্ত করলেন। এত দ্রুত এভাবে একটি মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য যারা এগিয়ে আসলেন তারা হ'লেন, ঢাকার ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ছানাউল্লাহ, রংপুর কমিউনিটি হাসপাতালের ৫ম বর্ষের ছাত্রী আফসানা ইসলাম, ফারজানা আক্তার (নার্স), মুন্নি খাতুন (স্টাফ নার্স, ওটি), রেবেকা সুলতানা (নার্সিং ইন্সট্রাক্টর), খাদিজা খাতুন নিশা (নার্সিং ইন্সট্রাক্টর), রুমী ইসলাম (নার্সিং ইন্সট্রাক্টর) এবং আব্দুল আলীম মিঠু (টিটিই, ঈশ্বরদী)।

-আমীরুল হক জাহেদী, টিটিই, দিনাজপুর।

(২)

রাত ২টা ৩০ মিনিটে রোগীটা মারা গেল। বয়স প্রায় ৭০ বছর। সাথে ছিল শুধু স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ীতে খবর দিয়েছেন? রোগী তো সন্ধ্যা থেকেই খারাপ ছিল। কেউ আসেনি? এরপর এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হ'লাম যার জন্য আমার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। রোগীর দুই ছেলে। বড় ছেলে সঊদী প্রবাসী আর ছোট ছেলে বাড়ীতে।

বড় ছেলের জোরাজুরিতেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা। ছোট ছেলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে কেন হাসপাতালে আনা হ'ল এই অপরাধে বৃদ্ধ বাবাকে একবারও দেখতে আসেনি সে। উল্টো তাকে বাবার খারাপ অবস্থা জানানো হ'লে তার ভাষ্য ছিল, 'আমি তো হাসপাতালে নিতে বলি নি। সঊদী থেকে এসে বাবাকে দেখে যেতে বল'!

জিজ্ঞাসা করলাম, আত্মীয়-স্বজন? জানালে কেউ আসবে না। যখন তাদের প্রয়োজন ছিল তখন এসেছে। এখন লাশ নিতে আসলে যদি দুই পয়সা খরচ করতে হয়! রাত ২.৩০ টায় ষাটোর্ধ্ব নারী তার সদ্য প্রয়াত স্বামীকে নিয়ে একটি উপযেলা হাসপাতালের ওয়ার্ডে। সাথে নেই কোন চেনা মুখ! কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কয়টা বাজে? আযান দিতে আর কতক্ষণ? আমি বললাম, বেশীক্ষণ না, দুই-আড়াই ঘণ্টা! ভদ্রমহিলা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আমাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দিয়েন না ডাক্তার! সকাল হ'লেই ভ্যান নিয়ে চলে যাব'!

শোকার্ত বৃদ্ধা পড়ন্ত বয়সে একমাত্র সুখ-দুঃখের সাথীকে হারিয়ে যেন ঠিকমত শোকপ্রকাশও করতে পারছেন না। একবার লাশের কাপড় ঠিক করছেন, কিছুক্ষণ দো'আ পড়ছেন, কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে কান্না করছেন, আবার একা একা এই লাশ বাড়ী পর্যন্ত কিভাবে নিয়ে যাবেন হয়ত সেটাও আনমনে ভাবছেন। আমি শুধু তার মাথায় হাত রেখে আস্তে করে বলতে পারলাম, 'থাকেন, কোন সমস্যা নেই'।

ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, জীবন ঠিক কতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারে। মৃত্যুর পর লাশটা নেওয়ার মানুষটাও নেই। আহারে জীবন! এই জীবন নিয়ে আবার কত বড়াই! অথচ ঠিকমত দাফন-কাফন পাব কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। *-ডা. মুহাম্মাদ সেলীম।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক।*

তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৩

যেলা পরিষদ মিলনায়তন, রাজশাহী, ১৫ই জুলাই'২৩ শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতি। তিনি যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান এবং এজন্য আদর্শবান জনশক্তি ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জোর দাবী জানান।

'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান, 'যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডা. শওকত হাসান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম ও নওদাপাড়া মাদরাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ নাহিয়ান। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর), মুহাম্মাদ আল-ইমরান ও রাতুল আসলাম (রাজশাহী) প্রমুখ। সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি ১১টি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে দু'হাত উঁচু করে তা সমর্থন করেন।

সবশেষে সম্মেলনের সভাপতির সমাপণী ভাষণের মাধ্যমে মাগরিবের প্রাক্কালে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

[উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের রিপোর্ট ১৬ই জুলাই ২০২৩ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ৮ম পৃষ্ঠার ২-৪ কলামে ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ২০২৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৪শে আগস্ট'২৩, বৃহস্পতিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী ৩২তম বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের ১ম দিন বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল মা'রূফের কুরআন তেলাওয়াত এবং মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ইয়াকূব আলীর ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালামের সঞ্চালনায় সাংগঠনিক সার্বিক উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়। এরপর কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ এবং দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানের শেষাংশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয়

যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দিনাজপুর-পূর্ব, ৪ই আগস্ট'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চাঁদপুর, বিরামপুরে যেলা অফিস উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা তরীকুযযামান উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ও উপযেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল এবং কর্মীবৃন্দ।

সাপাহার, নওগাঁ, ৫ই আগস্ট'২৩, শনিবার : অদ্য সকাল ১০টা হ'তে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাপাহার থানার যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাপাহার উপযেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আইনুল হক সালাফীর সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা তরীকুযযামান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু তাহের, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফজাল হোসেন এবং আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য তানভীরুযযামান প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে সাপাহার থানা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

সোনাতলা, বগুড়া, ১৮ই আগস্ট'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়ার সোনাতলা উপযেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে হুয়াকুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অতঃপর একই উপযেলার নিশ্চিন্তপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোনাতলা উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। এ সময় অত্র এলাকার দায়িত্বশীল ও কর্মীসহ অনেক প্রবীণ মুরব্বীরাও উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ২রা সেপ্টেম্বর'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ উপযেলাধীন কাঞ্চন চরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রূপগঞ্জ উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আযীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মাহফূযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারূক প্রমুখ। এছাড়াও উক্ত উপযেলার সকল দায়িত্বশীলসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খানজাহান নগর, গল্লামারী, খুলনা, ১লা সেপ্টেম্বর'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব খুলনা যেলা 'আন্দোলনে'র উদ্যোগে মসজিদ আত-তাওহীদ ও ইসলামী কমপ্লেক্সে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার মুহাম্মাদ আলীউয্যামানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র মসজিদের খতিব নাঈমুল ইসলাম। উক্ত আলোচনা সভায় যেলা দায়িত্বশীলসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাঘবেড়, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৭ই সেপ্টেম্বর'২৩, রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ উপযেলাধীন বাঘবেড় উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বাঘবেড় শাখার যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডা. 'যুবসংঘ'-এর সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক ছফিউল্লাহ খান, প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম, যুববিষয়ক সম্পাদক কবীর হোসেন। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ বাবুল মিয়া, দফতর সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, পূর্বাচল-দক্ষিণ এলাকার সাধারণ সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) কাকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি তার (জান্নাতের) অধিবাসী'?
উত্তর : উমায়ের বিন হোমাম (রাঃ)-কে।

২. প্রশ্ন : ইসলামের ইতিহাসে কোন যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ্র ফেরেশতারা যোগদান করে ছিলেন?
উত্তর : শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে।

৩. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে জিব্রীল (আঃ) কোন বর্ণের পাগড়ী পরেছিলেন? উত্তর : হলুদ বর্ণের পাগড়ী।

৪. প্রশ্ন : হায়যূম কার নাম?
উত্তর : বদর যুদ্ধে অবতরণ করা কোন এক ফেরেশতার ঘোড়ার নাম।

৫. প্রশ্ন : আবু জাহলকে কে কে হত্যা করেছিল?
উত্তর : মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা নামক দুই কিশোর।

৬. প্রশ্ন : মু'আয বিন 'আফরা (রাঃ) কতদিন জীবিত ছিলেন?
উত্তর : হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত।

৭. প্রশ্ন : আবু জাহলের দেহ থেকে মস্তক আলাদা করেন কে? উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

৮. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে কতজন শহীদ হন এবং কাফের পক্ষে কতজন নিহত হয়?
উত্তর : শহীদ ১৪ জন এবং ৭০ জন নিহত।

৯. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম শহীদ কে ছিলেন? উত্তর : ওমর (রাঃ)-এর মুক্ত দাস মিহজা' (রাঃ)।

১০. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের খবর কে সর্বপ্রথম মক্কায় পৌঁছায়?
উত্তর : হায়সুমান বিন আব্দুল্লাহ আল-খুযাঈ।

১১. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধ পরবর্তী আবু লাহাব কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়?
উত্তর : গুটি বসন্তের ন্যায় 'আদাসাহ' নামক মহামারীতে।

১২. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা রুক্বাইয়া (রাঃ) কবে মৃত্যু বরণ করেন?
উত্তর : বদর যুদ্ধে বিজয়ের দিন।
প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কোন চাচা বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন? উত্তর : আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব।

১৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-কে কা'বাগৃহে ছালাতরত অবস্থায় গলায় চাদর পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিল কে?
উত্তর : উক্ববা বিন আবু মু'আইত।

১৪. প্রশ্ন : মক্কাবাসীদের কুরআন থেকে বিমুখ করার জন্য নর্তকীদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করত কে?
উত্তর : নযর বিন হারিছ।

১৫. প্রশ্ন : সূরা মুহাম্মাদকে 'সূরা ক্বিতাল' বলা হয় কেন?
উত্তর : কারণ এ সূরায় যুদ্ধের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

১৬. প্রশ্ন : বদর যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ কী ছিল?
উত্তর : বন্দীদের স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করা।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : দেশে প্রথমবারের মত বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর : ১৬ই আগস্ট ২০২৩।

২. প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আকিজ জুট মিলস কোথায় অবস্থিত? উত্তর : মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

৩. প্রশ্ন : হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল কবে উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : ৭ই অক্টোবর ২০২৩।

৪. প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম উদ্যানের নাম কী?
উত্তর : চৈতন্য নার্সারী ও ফোরটাঙ্ক গার্ডেন, জামালপুর।

৫. প্রশ্ন : সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয় কবে? উত্তর : ১৭ই আগস্ট ২০২৩।

৬. প্রশ্ন : দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নাম কী? উত্তর : ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।
প্রশ্ন : আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিশ্ব স্বীকৃত সবুজ কারখানার সংখ্যা কতটি? উত্তর : ২০০টি।

৭. প্রশ্ন : দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : পঞ্চগড়।

৮. প্রশ্ন : দেশের প্রথম শুল্ক নীতি প্রণয়ন করা হয় কবে?
উত্তর : আগস্ট ২০২৩।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থা স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন?
উত্তর : জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO)।

২. প্রশ্ন : গুয়েতেমালার নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম কী? উত্তর : বানার্ডো এরেভালো।

৩. প্রশ্ন : ৯ই আগস্ট ২০২৩ কোন দেশের জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়? উত্তর : পাকিস্তান।

৪. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ উপকূলে শক্তিশালী মৌসুমি ঝড় 'হিলারি' কবে আঘাত হানে?
উত্তর : ২০শে আগস্ট ২০২৩।

৫. প্রশ্ন : ২৬শে জুলাই ২০২৩ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা নেওয়া নাইজারের সামরিক জান্তার নাম কী? উত্তর : জেনারেল তচিয়ানি।

৬. প্রশ্ন : কম্বোডিয়ান প্রধানমন্ত্রী হুনসেন কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন? উত্তর : হুন মানেট।

৭. প্রশ্ন : সম্প্রতি উন্মোচনকৃত ইরানের অত্যাধুনিক ড্রোনের নাম কী? উত্তর : মোহাজের-১০।

৮. প্রশ্ন : ভারতের চন্দ্রযান-৩ কবে উৎক্ষেপণ করা হয়?
উত্তর : ১৪ই জুলাই ২০২৩।

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

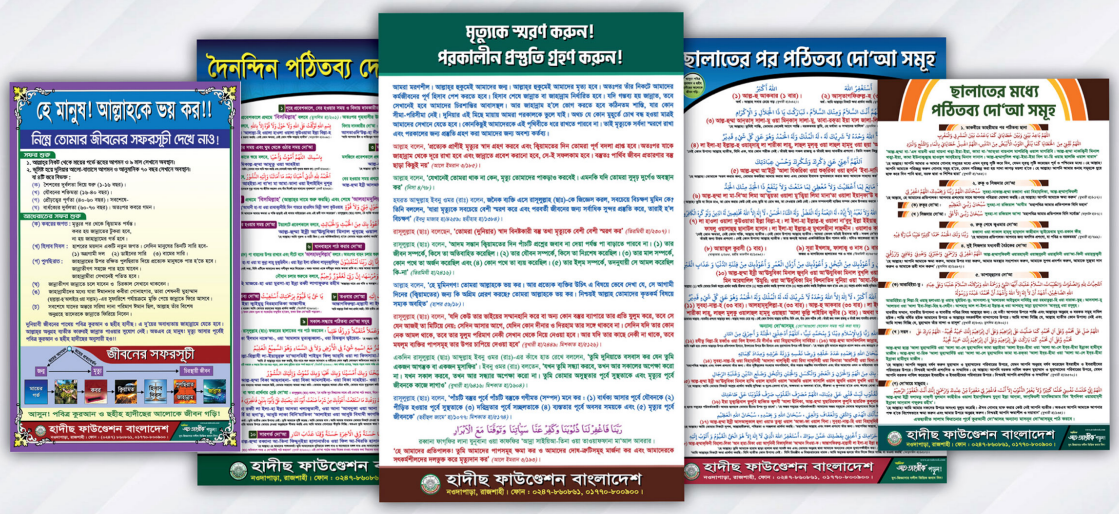

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০